CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-117 ■ 2 February, 2025 ■ আগরতলা ২ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাজেটে মধ্যবিত্তের পকেট ভরাতে জোর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। বাজেটে মধ্যবিত্তের পকেট ভরাতেই বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাথে গরীব অংশের মানুষের জন্যও ভাবা হয়েছে। বাজেট ভাষণে জোর গলায় ওই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বিরোধীরা অবশ্য দাবি করেছেন, ভোটের কথা মাথায় রেখেই ওই বাজেট কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রস্তাব প্রতিফলিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আজ সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেছেন। "একটি দেশ শুধুমাত্র তার মাটি নয়; একটি দেশ তার মানুষকে নিয়ে'তেলেগু কবি ও নাট্যকার গুরজাদা আপ্পা রাওয়ের এই বিখ্যাত উক্তিকে উদ্ধৃত করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ শনিবার 'সবকা বিকাশ'-এর মূল ভাবনাকে সংশ্লিষ্ট করে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য 'সবার জন্য ও সকল ক্ষেত্রের জন্য' একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম উন্নয়নের বাজেট উপস্থাপন করেছেন।

এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উন্নত ভারতের যে মূল নীতিমালা বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দারিদ্র্যশূন্যতা, শতভাগ ভালো মানের স্কুল-শিক্ষা, উচ্চমানের, সাশ্রয়ী এবং সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ, শতভাগ দক্ষ শ্রমিক এবং অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের মধ্য থেকে ৭০ শতাংশের অংশগ্রহণ এবং কৃষকরা আমাদের দেশকে বিশ্বের 'খাদ্য ভাণ্ডার' হিসেবে তৈরি করছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট সরকারি উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জন, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে গতি সঞ্চার, পরিবারের মনোবলের উন্নতি এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের ব্যয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই বাজেট গরিব, যুবক, কৃষক (অন্নদাতা) এবং নারী বিষয়ক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছে।

এই বাজেটের লক্ষ্য করব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, নগর উন্নয়ন, খনি, অর্থনীতি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতির সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য রূপান্তরমূলক সংস্কারের সূচনা করা।

কমল

এলইডি, এলসিডি টিভি, ক্যানসার সহ ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধ, দেশীয় পোশাক, মোবাইল ফোন, সার্জিক্যাল সরঞ্জাম, জাহাজ তৈরির সামগ্রী, বৈদ্যুতিক গাড়ি।

বাড়ল

ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লের উপর শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের মূল বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষি, এমএসএমই, বিনিয়োগ এবং রফতানি হল 'বিকশিত ভারত' অভিযাত্রার মূল ইঞ্জিন, যেখানে সংস্কারগুলোকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং তা অন্তর্ভুক্তির চেতনার দ্বারা পরিচালিত হবে। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা'র কথা, যা রাজ্যগুলোর সাথে যৌথভাবে ১০০টি জেলার মধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র্য গ্রহণ, পরবর্তী ফসল সংগ্রহের জন্য মজুতের স্থান বাড়ানো, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুবিধা প্রদান করতে কাজ করবে।

রাজ্যগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে একটি বিস্তৃত বহুমুখী 'গ্রামীণ সমৃদ্ধি ও স্থিতিস্থাপকতা' কর্মসূচি চালু করা হবে, যার উদ্দেশ্য কৃষিতে অপ্রতুল কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান করা, দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব করা। এর লক্ষ্য হলো, গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, বিশেষ করে গ্রামীণ নারী, যুব-কৃষক, গ্রামীণ যুবক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন পরিবারদের উপর মনোযোগ দেওয়া।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সরকার ৬ বছরের জন্য "ডালের উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার অভিযান" চালু করবে, যার মূল লক্ষ্য থাকবে তুর, উড়দ ও মুসুর ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি (নাফেড এবং এনসিসিএফ) আগামী ৪ বছরের মধ্যে কৃষকদের কাছ থেকে এই ৩টি ডাল যত পরিমাণে বিক্রির জন্য দেওয়া হবে, তা কিনে নিতে প্রস্তুত থাকবে।

বাজেটে শাকসবজি ও ফলের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি, উচ্চ ফলনশীল বীজ সম্পর্কিত জাতীয় মিশন এবং তুলা উৎপাদনশীলতার জন্য পাঁচ বছরের মিশন সহ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের প্রচারের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে।সীতারমণ সংশোধিত সুদের ছাড় প্রকল্পের আওতায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী এমএসএমই-গুলিকে উন্নয়নের দ্বিতীয় শক্তি-ইঞ্জিন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কারণ তারা আমাদের রফতানির ৪৫ জুড়ে আছে। এমএসএমই-গুলোর দক্ষতা বাড়ানো, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং পুঁজি পাওয়ার সুযোগ বাড়াতে, এই খাতের জন্য বিনিয়োগ এবং টার্নওভারের সীমা যথাক্রমে ২.৫ গুণ এবং ২ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও, ঋণের সহজলভ্যতা বাড়াতে এবং গ্যারান্টি কভার দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী ৫ লক্ষ মহিলা এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির প্রথম বারের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট জনের চোখে বাজেট

১৪০ কোটির ভারতীয়র আকাঙ্খা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। *কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ভারতের বিকাশ যাত্রায় আজকের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষার বাজেট, এটি এমন* ☛৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যবিত্তরা সর্বদা মোদির হৃদয়ে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। *কর-ছাড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভূত উপকার হবে বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মধ্যবিত্তরা সবসময়ই প্রধানমন্ত্রী মোদীর হৃদয়ে থাকে। ১২ লাখ টাকা আয় পর্যন্ত শূন্য আয়কর। প্রস্তাবিত কর অব্যাহতি মধ্যবিত্তের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়াতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সকল সুবিধাভোগীদের অভিনন্দন।*

সকল স্তরের খেয়াল রাখা হয়েছে ঃ রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। *কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর কথায়, বাজেটে সমাজের সকল স্তরের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। শনিবার রাজনাথ সিং বলেছেন, 'অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা বাজেট বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একটি দুর্দান্ত বাজেট। এই বাজেটে সমাজের সকল স্তরের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। এই বাজেট যুব, দরিদ্র, কৃষক, নারী এবং সমাজের সকল স্তর ও ক্ষেত্রকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'* ☛৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতসাম্যপূর্ণ ঃ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। *কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে জনমুখী বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বাজেট প্রসঙ্গে নাড্ডা শনিবার বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের উপস্থাপিত বাজেট অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, সর্ব-অন্তর্ভুক্ত এবং উন্নয়নকারী বাজেট, যা একটি বিকশিত ভারতের অঙ্গীকারকে* ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আসামেরর জন্য ঐতিহাসিক ঃ হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। *আজ অসমের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের পেশকৃত ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে অসমের নামরূপ ইউরিয়া প্রকল্পে বার্ষিক ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন-যোগ্য অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা শুনে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসমের জনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাজেটে এই বরাদ্দ সত্যিকার অর্থে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

অদ্বিতীয় ঃ ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। *২০২৫-২৬ সালের বাজেট অদ্বিতীয়। যুবসমাজ মহিলা এবং গরীবদের জন্য এই বাজেট উন্নয়নের দিশারী। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।*

এদিন তিনি বলেন, কৃষকদের খাতে এই বাজেটে অনেক কিছু উল্লেখ রয়েছে। সবকটি ক্ষেত্রে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আমজনতার উপর বাড়তি চাপ ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। *কৌশলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমজনতার উপরে বাজেটের মাধ্যমে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছেন। আজ কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।*

তাঁর কথায়, অন্যান্য বছরের বাজেটের মতো এবছরের বাজেট ও আমজনতার জন্য তেঁতো বাজেট হয়েছে। কৌশলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ☛৬ এর পাতায় দেখুন

জনমুখী ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। *বিকশিত ভারতের সংকল্পে সমস্ত দেশবাসীর কাছে সুফল পৌঁছে দিতে জনমুখী বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে তাঁর ভূমিকা আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আজ ২০২৫ সালের বাজেট নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।*

এদিন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২০২৫-২৬ প্রস্তাবিত বাজেট, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ☛৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের কোন প্রাধন্য নেই ঃ আশিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। *কেন্দ্রীয় বাজেটে ত্রিপুরার জন্য কোনো প্রাধান্য নেই। একমাত্র অসম ছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনো রাজ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। আজ কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শিল্প গড়ার জন্য* ☛৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। আন্তর্জাতিক সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) নজরদারি বাড়িয়েছে এবং তার আধিপত্য জোরদার করেছে। গত ২৬ জানুয়ারী থেকে এখনো পর্যন্ত বিএসএফ জওয়ানরা অনুপ্রবেশ, বহিষ্কার এবং আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। এখন পর্যন্ত স্বাধীন বা যৌথভাবে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ১৪ বাংলাদেশী ও ২ ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে। তাছাড়া, আনুমানিক ২.৫ কোটি টাকার বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, চিনি, গবাদি পশু এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭.৬ শতাংশ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারী ।। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ডোনার মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৫৯১৫ কোটি টাকা যা ২৪-২৫ অর্থবছরের ৪০০৬ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৪৭.৬ বৃদ্ধি হয়েছে। অন্যান্য উদ্যোগসমূহ যেগুলি পরোক্ষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উপকৃত করবে। সেগুলো হল, আঞ্চলিক সংযোগ ও পরিকাঠামো - উড়ান-আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প। তার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (এনইআর)-জন্য উন্নত যোগাযোগ সহ ১২০টি নতুন গন্তব্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে, আঞ্চলিক বিমান ভ্রমণ বাড়ানোর জন্য পাহাড়ি এবং প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে ছোট বিমানবন্দর এবং হেলিপ্যাডগুলির প্রতি মনোনিবেশ করা। তাছাড়া, আগামী ১০ বছরে ৪ কোটি যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমনকি বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার করা হবে। বিদ্যুৎ বন্টন এবং আন্তঃ রাজ্য পরিবহন বৃদ্ধি বাস্তবায়নকারী রাজ্যগুলির জন্য জিএসডিপি ঋণের অতিরিক্ত ০.৫ শতাংশ মঞ্জুর করা হয়েছে। এনইআর-এ শক্তির প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জল জীবন মিশন: গ্রামীণ অঞ্চলে মানসম্পন্ন পরিকাঠামো এবং স্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নলের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ জলের কভারেজকে লক্ষ্য রেখে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো।

ওই বাজেটে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উপকৃত হবে। আসামের ইউরিয়া প্ল্যান্টঃ ইউরিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য পূর্বাঞ্চলে সরকার তিনটি সুপ্ত ইউরিয়া কারখানা পুনরায় চালু করেছে। ইউরিয়ার যোগান আরও বাড়াতে অসমের নামরূপে বার্ষিক ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কারখানা স্থাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ধন-ধন্য কৃষি যোজনা: এনইআর সহ ১০০টি কৃষি জেলাকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ, সঞ্চয় এবং ঋণ প্রাপ্তির প্রতি মনোনিবেশ করা। এতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সহ ১.৭ কোটি কৃষক উপকৃত হবেন।ডাল জাতীয় দানা শষ্যে আত্মনির্ভরতার মিশন: তুর, উরাদ এবং মসুরের উপর জোর দিয়ে ৬ বছরের মিশন। নাফেড ও এনসিসিএফ-এর মাধ্যমে পারিশ্রমিক মূল্য এবং ক্রয় সহায়তা নিশ্চিত করা। জাতীয় ডাল উৎপাদনে এনইআরের ভূমিকা বাড়ানোর সম্ভাবনা।গ্রামীণ অর্থনীতির অনুঘটক হিসেবে ইন্ডিয়া পোস্ট — আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিষেবার সম্প্রসারণের ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে আর্থিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রদত্ত পরিষেবাগুলির মধ্যে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ক্রেডিট, ডিবিটি নগদ স্থানান্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তাছাড়া, শিল্প ও কর্মসংস্থান (উদ্যোগগুলি যা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উপকৃত করবে)। সেগুলো হল, ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মঘাতী এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। নিজ বাড়িতে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃত যুবকের নাম মাসুম আলম। এই আত্মহত্যার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের চুড়াইবারি থানাধীন ফুলবাড়ী গ্রামে।

শনিবার সাত সকালে চুড়াইবারি থানাধীন ফুলবাড়ী গ্রামের পাঁচ নং ওয়ার্ডে গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল মাসুম আলম নামে এক যুবক। তার বয়স (১৮)। পিতা আব্দুল বারী। এই ঘটনার বিষয়ে পরিবারের লোকজন থেকে জানা গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে ওই বাড়িতে থাকা একটি ছোট মেয়ে শুনতে পায়া গাছে মোবাইল বাজছে। এই মোবাইলের শব্দ শুনে ছোট মেয়েটি গিয়ে দেখে বাড়ি থেকে ২০-৩০ মিটার দুরে মাসুম আলম গাছে দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। এরপরই ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে একমাত্র কংগ্রেস ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সারাতে পারবে একমাত্র কংগ্রেসই। তবে সে দিক থেকে সদর্থক মানসিকতা রেখে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। আজ সোনামুড়ায় কংগ্রেসের সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

আজ প্রদেশ কংগ্রেসের মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান অভিযানকে কেন্দ্র করে সোনামুড়া টাউন হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের প্রতিনিধিত্বমূলক কনভেনশনে দলের কর্মী সমর্থকদের নির্ভিকতার সহিত কাজ করার কথা বলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

তাঁর কথায়, সোনামুড়া, বিলোনিয়ার মত শহরগুলির ডিএনএ-তে রয়েছে কংগ্রেস। তাই কোন পদের বা টিকেটের জন্য দলে থেকে কাজ না করার চেয়ে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মচারীকে মারধোরের অভিযোগ অভিমানে আত্মহত্যা, পলাতক মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। দোকান মালিকের হাতে মার খাওয়ার পর রহস্যজনকভাবে কর্মচারীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনার পর অভিযুক্ত মোবাইল দোকান মালিক পার্থ সাহা পলাতক। মৃতের বাবার দাবি, অভিমানের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ছেলে। এদিকে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত দেড় বছর ধরে একটি মোবাইল দোকানে কাজ করত রাহুল আচারা (২২)। কিন্তু গতকাল থেকে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজির পর তার হদিস পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করে। গতকাল রাতে পুলিশ খবর দিয়েছে জিবি বাজারে এক নির্মাণাধীন এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান রাহুল আচারোর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে মোবাইল ☛৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে শপিংমলে অগ্নিকান্ড, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল শপিংমল সহ একাধিক দোকানপাট। আজ সকালে রাজধানীর শকুন্তলা রোড এলাকায় মেট্রো বাজার শপিংমলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দমকলকর্মীর ধারণা, এসি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর দুটি ইঞ্জিন এবং আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও বড়সড় অগ্নিসংযোগের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা হলো গোটা এলাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রাজধানীর শকুন্তলা রোড এলাকায় মেট্রো বাজারের ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত পাহাড়ি জনগন, প্রশাসনিক ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ গুলিতে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, কোথাও পানীয় জল সহ একাধিক মৌলিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদগুলি। শনিবার আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নোনা ছড়া এডিসি ভিলেজের কর্নরাম পাড়া এলাকায় এক সভার আয়োজন করে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। শনিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন নোনা ছড়া এডিসি ভিলেজের কর্নরাম পাড়া প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের নিয়ে এক ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় আইপিএফটি দলের উদ্যোগে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব সম্পাদক ধনঞ্জয় রিয়াং ,আইপিএফটি পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সহ-সম্পাদক / মুঙ্গিয়াকামি বি এ সি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। মূলত, এলাকায় কি কি সমস্যা রয়েছে সেইগুলি বিস্তারিত তুলে ধরেন। সভায় বিভিন্ন সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম সমস্যা রাস্তাঘাটের যাতায়াত দুর্বল থাকার কারণে স্কুল পড়ুয়া ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
১৯ মাঘ, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন কোনওদিনই শেষ হয় না বাবা-মায়ের। শৈশব থেকে কৈশোরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে প্রথমেই শেখাইতে হইবে স্বনির্ভরশীলতা। পরনির্ভরতা অনেক সময়ে তারুণ্যের ক্ষতি করিতে পারে। তাহাকে স্বাধীন হইতে শেখাইতে হইবে। তাহার ক্ষমতা কতটা, সেটাও তাহাকে জানাইতে হইবে। অভিভাবককে দক্ষতার সঙ্গে সন্তানকে সুস্থ ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে শেখাইতে হইবে। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলে। সন্তান যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে যায়, তখন অভিভাবকত্ব চ্যালেঞ্জিং হইয়া ওঠে। সেই সময়ে কীভাবে দায়িত্ব সামলাইবেন?

শৈশব থেকে সন্তানকে তাহার গণ্ডি বা সীমারেখা কতটা, তাহা শিখাইয়া দিন। সীমারেখা লঙ্ঘন করিলেই নানারকম অসুবিধা হইতে পারে, একথা তাহাদের মনে করাইয়া দিন। পাশাপাশি, তাহাদের কিছু গোপনীয়তাকেও সম্মান করা দরকার। এতে তাহারা উৎসাহিত হইবে। সন্তানের আবেগকে সমর্থন করুন। এতে তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের গুরুত্ব আছে। উৎসাহপূর্ণ সম্বোধন তাহাদের উৎসাহিত করে। এতে তাহাদের কাজের গতি বাড়িয়া যাইবে। তবে এগুলি করিবার জন্য উপযুক্ত স্থান, পরিবেশ এবং সময় বুঝিয়া নিতে হইবে অভিভাবককেই। সন্তানের সঙ্গে যদি বন্ধুর মতো আচরণ করা যায়, সেক্ষেত্রে তাহারা উৎসাহিত হয়। এতে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। যাহা সন্তানের সার্বিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানের অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ক্ষমতা কতটা, তাহা বোঝার জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। ক্ষমতা বা শক্তির অপপ্রয়োগ যাহাতে না হয়, সেদিকে অভিভাবককে সবসময়ে নজর রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা দিন, পাশাপাশি খেয়াল রাখুন সন্তান সেটার অপব্যবহার করিতেছে কিনা। সন্তানের কাছে প্রত্যাশা রাখুন, কিন্তু খেয়াল রাখিবেন সেটা যেন তাহাদের উপর বাড়তি চাপ হইয়া না দাঁড়ায়। সর্বোপরি, শিশুদের ভালভাবে পরিচালনা করিবার জন্য যত্ন সহকারে তাহাদের আবেগকে গুরুত্ব দিতে হইবে।

তিন দিন নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার রায়দিঘির পুকুরে, খুনের অভিযোগ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে হদিশ মিলল তিন দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুর থেকে মিলল তার মরদেহ।

শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানার ২৩ নম্বর লাট এলাকায় শিশুর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত শিশুর নাম ধনঞ্জয় দত্ত (১০)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পরিবারের দাবি, যে দিন শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল, সে দিনই তারা ওই পুকুরে খোঁজাখুঁজি করেছিল। কিন্তু সে দিন শিশুর হদিস মেলেনি। তিন পর সেখান থেকেই দেহ উদ্ধার হওয়ায় তারা মনে করছে, শিশুটিকে খুন করে পরে ওই পুকুরে দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে খবর, ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল ধনঞ্জয়। পরিবারের লোকেরা বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন । কিন্তু শিশুর খোঁজ মেলেনি। এর পর শনিবার সকালে পাশের গ্রামের একটি পুকুরে এক শিশুর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে পরিবারের লোকেরা গিয়ে দেখেন, সেটি ধনঞ্জয়ের দেহ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ধনঞ্জয় সাঁতার জানত। ফলে ডুবে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া সে বাড়ি থেকে এত দূরে এলই বা কী করে? পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ধনঞ্জয়কে কেউ খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বনগাঁয় ছেলেকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করলেন বাবা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। শনিবার সকাল থেকে এ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি এলাকায়।

মৃতের নাম আশিস বিশ্বাস (৩০)। শুক্রবার রাতে আশিসের মা বাড়ি ফিরে দেখেন, ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছেন। তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি করে প্রতিবেশীদের ডাকেন। যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন, আগেই মারা গিয়েছেন ওই যুবক।

মৃতের মা দীপালি বিশ্বাসের দাবি, তাঁর স্বামীর মানসিক সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়া স্বামী এবং সন্তান দু’জনেই নেশায় আসক্ত ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন তিনি। মৃতের মায়ের অভিযোগ, ছেলেকে খুন করেছেন তাঁর স্বামী। সন্ধ্যায় বাবা-ছেলে গন্ডগোল করেছিলেন। তখন ছেলের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করেন অমল বিশ্বাস। ছেলেকে ওই ভাবে ফেলে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

ওই মহিলা বলেন, “বাপ-ছেলে দু’জনেই নেশা করত। মাঝেমধ্যেই দু’জনের ামেলা হত। গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় ছেলে ঘরে ছিল। আমি বাইরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, ওর রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে।”

অবহেলায় ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে ‘দেবী সরস্বতীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা’

পূর্ব বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিল্পীর শৈল্পিক কারুকার্যে, অবহেলায় ফেলে দেওয়া জিনিস হয়ে উঠছে ‘মহার্ঘ’! শুধু তাই নয়, ‘দেবী সরস্বতীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা’ পাচ্ছে সেই সব অবহেলিত দ্রব্যেই। এমনই দুই শৈল্পিক নিদর্শনের ছোঁয়া দেখা গেল কালনায় ও পূর্বস্থলীতে।

ফেলে দেওয়া লোহার যন্ত্রাংশ-সহ তামা, পিতল সহযোগে সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কালনার তরুণ শিল্পী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শহরের স্পুটনিক ৭০-এর পুজো মণ্ডপে তিনি যে প্রতিমা তৈরি করছেন সেখানে ফেলে দেওয়া সাইকেলের চেন, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।

এর আগেও এই শিল্পী পয়সা, ব্লেডের, কচুরিপানার মত বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে সকলের নজর কাড়েন। শিল্পী রাজু বাগ বলেন, “স্পুটনিক ৭০ ক্লাবের দেবীপ্রতিমার সিংহাসন তৈরি হচ্ছে সাইকেলের চেন, চাষের যন্ত্রাংশ দিয়ে। দেবীমূর্তি ও হাঁস তৈরি হচ্ছে যন্ত্রাংশ দিয়ে। এই মূর্তি তৈরিতে প্রায় দুমাস সময় লাগছে। কেরলের কথাকলি নাচের থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আনুষঙ্গিক ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকছে।”

অবহেলিত মাতৃভাষা

কবিতা মুখোপাধ্যায়

আসলে বাঙালি তার ভাষা শুধু নয়, সংস্কৃতি বিষয়েও উদাসীন। অনুকরণ প্রিয়তা এতটাই যে বাঙালিরা বিয়েতে এখন মেহেন্দী, সঙ্গীত হয় অথচ ভুলে থাকে অথবা খুব সংক্ষিপ্তভাবে পালিত হয় জলভরা, গঙ্গা-আমন্ত্রণ, আনন্দনাড়ু তৈরির মতো সুন্দর অনুষ্ঠানগুলি। বাঙালির মাতৃভাষা বিষয়ে উদাসীনতা আজকের নয়। বহুকাল ধরেই চলে আসছে বাঙালিদের বাংলা ভাষা বিষয়ে যে উপক্ষা, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটা স্পষ্টভাবে উঠে আসে তাঁর সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশের সূচনাকালে

সম্প্রতি প্রয়াত উইলিয়াম রাদিচে’কে দেখার এবং শোনার এক বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। সেই আলোচনা চক্রে তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে। খুব সুন্দর বাংলায় তিনি তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন তাঁর বক্তব্য। সামনে দাঁড়ানো এক ইংরেজ আলোচককে এভবে বাংলা বলতে শুনে আমার বুক গর্বে ভরে উঠেছিল। প্রায় ৪০ বছর আগে শোনা সেই বক্তব্যের একটা কতা আজও আমার কানে বাজে। তাঁর বক্তব্য ছিল অনুবাদ সবসময় আক্ষরিক হওয়া ঠিক নয়। প্রতিটি ভাষার কিছু শব্দ থাকে যার আক্ষরিক অনুবাদ সেই শব্দটির তাৎপর্যকে বিনষ্ট করে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সেই শব্দটিকে তার মাতৃভাষার রূপেই রাখা। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের “বধূ” কবিতাটির বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল। পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে। কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।। কোথা যে বাঁধা ঘাট, অশথতল। (বন্ধু) তাঁর কথায় “ঘাট”- এই কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে কবিতাটির মাধুর্য্য বিস্মিত হবে। তাই তিনি “ঘাট” কথাটিই ব্যবহার করেছেন ওই কবিতাটি অনুবাদের সময়। ২০২৪-এ বিদেশি এই কবি অনুবাদক, যিনি বাংলা ভাষা শিখে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার নিরলস চেষ্টা করেছিলেন, তিনি প্রয়াত হন। আর আমরা বাঙালিরা সচেষ্ট থাকছি কীভাবে মাতৃভাষাটিকে পরিহার করে হিন্দি, ইংরেজিকে মাতৃভাষার সমতুল করে তুলতে। শুধু ভাষা বা সংস্কৃতি নয়, আমাদের মধ্যে এমনও প্রবণতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে যে আমরা সতর্ক যত্নে ভুলতে চেষ্টা করি নিজের মা-বাবা, ভাই-বোনকেও, ওদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছি আত্মসুখের জন্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ভাষা শিক্ষা বিভাগের একজন আংশিক সময়ের জার্মানি ভাষার শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বারবারা সেনগুপ্ত। উনি জন্মসূত্রে জার্মানি, বিবাহ সূত্রে বাংলার শান্তিনিকেতনে। তিনি কি সুন্দর বাংলা বলতেন। শুধু তাই নয়, পরতেন শাড়ি। বলার বিষয় এটাই যে, বিশ্বের সবচাইতে সুন্দর যে মহিলাদের পোশাক আজ বাংলার ঘরেই তা ব্রাত্য। সব বয়সের মহিলারাই এখন সযত্নে চেষ্টা করেন শাড়িকে পরিত্যাগকরতে। কারণ হিসেবে উঠে আসে অনেক যুক্তি।

অথচ খেটে খাওয়া মেয়েটি যখন গাছ কোমড় করে শাড়ি পরে সাইকেল চড়ে কাজে যায়, তার কোনও অসুবিধা হয় না। আসলে নীরদ সি চৌধুরী খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন, ‘‘আত্মঘাতী বাঙ্গালী’’। শুধু অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে বাঙ্গালী ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু এক জাতিতে পরিণত হচ্ছে।

মোদের গরব, মোদের ভাষা আ-মরি বাংলা ভাষা এই বোধেই আমরা উত্তীর্ণ হতে পারলাম না। পৃথিবীর অন্যতম মিষ্টি ভাষা যা বহু রত্ন ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ সেই ভাষাটিই আজ আমাদের কাছে ব্রাত্য। শুধু ২৫-এ বৈশাখ আর বাংলার নববর্ষের দিন আমরা বাঙালির সাজে সেজে নিজেদের মহান দায়িত্ব পালন করে থাকি। আর সারা বছর শুধু ইংরেজি-হিন্দি কপনাই, এবং বাংলার সংস্কৃতির শ্রদ্ধা করি। মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষা শিক্ষায় কোনও অসুবিধা নেই, বরং একাধিক ভাষা শিক্ষা আখেরে মাতৃভাষারই উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। বাংলার যারা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী তারা সবাই কিন্তু একাধিক ভাষা জানতেন। বা অন্য ভাষায় লিখেও থাকেন। আমরা বুঝি ভুলে গেছি মধুকবি মাইকেলের কথা, যিনি মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে হতে চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার একজন সফল কবি। কিন্তু তিনি বিফল হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মায়ের কোলে ফিরে আসেন, চর্চা শুরু করেন মাতৃবাষায়। তাঁর সেই বিখ্যাত সনেট, হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন। তা সবে, (অবোধ আমি।) অবহেলা করি, পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ/ পরদেশে ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।।... যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।।... মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণি জালে। কবির চৈতন্যের উদয় হয়েছিল তাই তো পেয়েছি মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরঙ্গনা কাব্য, বাংলা চতুর্দশপদী কবিতাবলী। আমরা তো বাংলা পড়তেই পারি না, কী করে জানব বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূধন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শঙ্খ, সুনীল, শক্তি জয় গোস্বামী কী লিখেছেন বা লিখছেন? আমরা আজকাল বাংলা গান শুনি না। প্রেমে, আনন্দে, বেদনায় আমরা বাংলা সিরিয়ালে ব্যবহার করছি। হিন্দি গান, যেন বাংলা গান-কবিতা এ সব ক্ষেত্রে অচল। আমরা ভুলে যাই, “ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...” মত সিনেমায় সবহৃত অসম্ভব সব গানের কথা। সুখে-দুঃখে-আনন্দ-বেদনায় আমরা অনায়াসে ভুলে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের কথা। বাংলার নববর্ষ নয়, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি নববর্ষের বরণ। অদ্ভুতভাবে দূরদর্শনের নানা কভারেজে উঠে আসে অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েদের উৎকট হিন্দি গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচের মাধ্যমে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান।

আসলে বাঙালি তার ভাষা শুধু নয়, সংস্কৃতি বিষয়েও উদাসীন। অনুকরণ প্রিয়তা এতটাই যে বাঙালিরা বিয়েতে এখন মেহেন্দী, সঙ্গীত হয় অথচ ভুলে থাকে অথবা খুব সংক্ষিপ্তভাবে পালিত হয় জলভরা, গঙ্গা-আমন্ত্রণ, আনন্দনাড় তৈরির মতো সুন্দর অনুষ্ঠানগুলি। বাঙালির মাতৃভাষা বিষয়ে উদাসীনতা আজকের নয়। বহুকাল ধরেই চলে আসছে বাঙালিদের বাংলা ভাষা বিষয়ে যে উপেক্ষা, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও রা ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটা যা স্পষ্টভাবে উঠে আসে তাঁর সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার অ প্রকাশের সূচনা কালে। তিনি বা বলেছিলেন, “যতদিন না সুশিক্ষিত” জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় কে আপন উক্তি সকল বিন্যাস্ত অ করিবেন, ততদিন বাঙ্গালার উন্নতির বি কোন সম্ভাবনা নাই। এক কথা ম কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝে হে না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি যে ইংরেজিতে হয় তাহা কয়জন ও বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়?... যে কথা দি দেশের সকল লেকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আমরা তো বাংলা পড়তেই পারি না, কী করে জানব বাংলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শঙ্খ, সুনীল, শক্তি, জয় গোস্বামী কী লিখেছেন বা লিখছেন? আমরা আজকাল বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত, “বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর অনাদর বাড়িতেছে। সুনিশ্চিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।’’ বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আমাদের অধঃপতন আরও তীব্র হয়েছে। আমরা শুধু বাংলা ভাষা ব্যবহার নয়, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, পোষাক সব বিষয়েই বাংলাকে উপেক্ষা করে চলেছি। অন্য রাজ্যের অ-বাংলাভাষী মানুষের যত প্রবেশ ঘটছে তই দিন দিন আমরা আমাদের অস্তিত্ব হারয়ে ফেলছি। শুধু শহর নয়, গ্রামও আজ এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে গেলে হিন্দি- ইংরাজি বিজ্ঞাপন শুধু নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী হিন্দিতেই কথা বলে থাকেন। গ্রাহকের অসুবিধা বিবেচনা না করেই।

২০২৫ যদি বাঙ্গালীকে নিজস্ব মর্যাদা ফেরাতে হয় তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাতৃভাষাকে মর্য্যাদা কু দেওয়া, অন্য ভাষাকে উপেক্ষা না করেই। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সর্বস্তরে প্রশাসনের কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া, দোকানের নাম থেকে শুরু করে, এখানে যত প্রতিষ্ঠান আছে (কেন্দ্রীয় সরকার), বা ব্যাঙ্ক, সমস্ত কর্মীদের অবশ্যই বাংলা জানতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত হিন্দি, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলা ভাষা বিষয় হিসেবে রাখতেই হবে। নতুন বচরে আমরা বাঙ্গালীরা সচেতন কি হই নিজেদের আত্মমর্যাদা, বা নিজেদের ঐতিহ্য বিষয়ে নতুবা অদূর ভাবষ্যতে বাঙ্গালী হয়তো তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যার কিছু ইঙ্গিত বোধ হয় দেখা যাচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

কলকাতার দাঙ্গাই যেন বদলে দেয় নায়ক রাজ্জাকের জীবন

১৯৬৪ সালের ২৬ এপ্রিল রাজ্জাক কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছানকোলাজ বেঁচে থাকলে আজ ৮৩ বছর পূর্ণ করতেন নায়করাজ রাজ্জাক। সন্তান ও নাতি---নাতনিদের উদ্যোগে মহাধুমধামে উদ্যাপন করা হতো তাঁর জন্মদিন। দিনটিতে হয়তো সন্ধ্যার পর গুলশানের লক্ষ্মীকুঞ্জে বসত তারার মেলা। শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাতে ছুটে আসতেন সমসমায়িক ও অনুজ সব তারকা। রাজ্জাকও হাসিমুখে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করতেন। নিতেন সবার খোঁজখবর। কাটা হতো কেক। ফুলের তোড়ায় ঘিরে থাকত তাঁর চারপাশ। হাসি---আনন্দে উদ্যাপন করা হতো বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের সব সময়ের সেরা নায়কদের অন্যতম নায়করাজ রাজ্জাকের জন্মদিন।

অথচ ষাটের দশকে তাঁর অভিনয়ের শুরুটা হয়েছিল, ছোট্ট একটা চরিত্র দিয়ে। কেউ ভাবতে পারেননি, সময়ের পরিক্রমায় অভিনয়ের আকাশের উজ্জ্বল তারা হয়ে জ্বলজ্বল করবেন তিনি। মৃত্যুর আট বছর পরও চলচ্চিত্রের মানুষটা চলচ্চিত্র—সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আড্ডায় নানাভাবে ঘুরেফিরে আসেন।

রাজ্জাকের অভিনয়জীবনের শুরুটা একেবারে ছোট চরিত্র দিয়ে, সিনেমার ভাষায় যাকে বলে ‘এক্সট্রা’। ১৯৫৮ সালে কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। অজিত ব্যানার্জির ‘রতন লাল বাঙালি’ নামের সেই ছবির মূল চরিত্রে অভিনয় করেন আশিস কুমার ও নায়িকা সন্ধ্যা রায়। রাজ্জাক অভিনীত ছোট্ট চরিত্রটি ছিল পকেটমার। তৃতীয় ছবি ‘শিলালিপি’। এখানেও তাঁর চরিত্রটি ছিল সেই অর্থে নগণ্য। একটি গানের দৃশ্যে অতিরিক্ত শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ ১৯৫৯ সালে কলকাতার রাজ্জাক অভিনয় শিখতে মুম্বাই যান। নায়ক হতে গিয়ে ভর্তি হন অভিনয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফিল্মালয়ে। তখন ওখানে ক্লাস নিতেন দিলীপ কুমার, শশধর মুখার্জিরা। শুধু চঞ্চলতা আর অস্থিরতার কারণে এক বছরের সেই কোর্সের তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত শিক্ষায় রাজ্জাকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মুম্বাইয়ের চিত্রজগতে ঢোকার সুযোগ খুঁজতে থাকেন, কিন্তু বিষয়টি শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবই ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তেমন একটা করেননি রাজ্জাক। ব্যবসা, চাকরি কোথাও থিতু হননি। কারণ একটাই, নায়ক হতে চেয়েছিলেন রাজ্জাক। ঢাকায় এসে সেই ল্যাম্পপোস্টের পাশে আশ্রয় নেওয়া রাজ্জাক একসময় উত্তরায় বাণিজ্যিক ভবন, গুলশানে বাড়ি করেছেন। এ অর্জন সহজে ধরা দেয়নি। নিজের মেধা, প্রতিভার সবটুকু ঢেলে দিয়ে পরিশ্রম করে তিলে তিলে তৈরি করেছেন। এক্সট্রা থেকে হয়েছেন নায়ক, ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্পের রাজা। হয়েছিলেন নায়করাজ। শুধু অভিনয়ের জন্য জীবনে যত ঝড়ঝাপটা আসুক, নিজের স্বপ্নটাকে হারিয়ে যেতে দেননি।

কলকাতার নাকতলা এলাকার জমিদার বংশের সন্তান রাজ্জাক। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। সচ্ছল-সুখী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। খামখেয়ালিতে পড়াশোনায় মন বসেনি। স্কুলজীবনে শুরু মঞ্চে অভিনয়। পাড়ি জমান তৎকালীন বম্বেতেও, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। ১৯৬২ সালের কোনো একদিন কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায় দেখা খায়রুন্নেসার সঙ্গে, যিনি রাজ্জাকের জীবনে ‘লক্ষ্মী’ হয়ে এসেছিলেন। একদিন তাঁকে করলেন বিয়ে, তখন সবে ২০-এর যুবক রাজ্জাক। বছর পার না হতেই জন্ম হয় পুত্রসন্তানের। এর এক বছর পর কলকাতায় বাধে দাঙ্গা। সে ঘটনা কালো অধ্যায় হলেও রাজ্জাকের জীবনে এই দাঙ্গাই যেন নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছিল।

নায়ক হিসেবে রাজ্জাক-সুচন্দা, রাজ্জাক-কবরী ও রাজ্জাক-ববিতা এবং রাজ্জাক-শাবানার অনেক সিনেমা দর্শকহৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা রাজ্জাককে ঢালিউডের নায়করাজ উপাধিতে ভূষিত করেছে। বাংলা চলচ্চিত্র পত্রিকা ‘চিত্রালী’র সম্পাদক আহমদ জামান চৌধুরী তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেনসংগৃহীত দাঙ্গার কারণে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা থেকে দলে দলে মুসলমানেরা পাড়ি দেয় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে। রাজ্জাকও স্ত্রী লক্ষ্মী ও শিশুপুত্র বাপ্পাকে নিয়ে দাঙ্গার সময়ে ঢাকায় আসেন। ১৯৬৪ সালের ২৬ এপ্রিল রাজ্জাক ঢাকায় পৌঁছান। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে ওঠেন ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় কমলাপুরের একটি বাসায়।

রাজ্জাকের জীবনটাই ছিল সিনেমার গল্পের মতো। তিনিও বলতেন, ‘আমার জীবনটাই একটা সিনেমা...।’ নানা সময়ের সাক্ষাৎকারে রাজ্জাক জানিয়েছিলেন, একটা সময় ফার্মগেট এলাকায় থিতু হয়েছিলেন দুই সন্তান আর স্ত্রী লক্ষ্মীকে নিয়ে। তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য টিভি নাটকে অভিনয় করতেন। অভিনয় করে সপ্তাহে পেতেন ৬০ থেকে ৬৫ টাকা। মাসের খরচ ৬০০ টাকা। রাজ্জাক বলেছিলেন, ‘অল্প আয়ে সংসারের খরচ চলে না। বাচ্চাদের দুধ জোগাড় করতেই সব টাকা ব্যয় হয়ে যেত। ওই সময় স্বামী-স্ত্রী দুজন মাঝেমধ্যে উপোসও করতাম। পয়সার অভাবে ফার্মগেট থেকে ডিআইটি টিভি কেন্দ্রে হেঁটে যাতায়াত করতাম।’ একদিন চলচ্চিত্রের অভিনয়ের একটা সুযোগ এল রাজ্জাকের। ১৯৬৫ সালে, ‘আখেরি স্টেশন’ ছবিতে সহকারী স্টেশনমাস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ঢাকার ছবিতে ওটিই রাজ্জাকের প্রথম অভিনয়। এরপর আরও বেশ কয়েকটি ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেন। যেমন ‘কার বউ’ ছবিতে অটোরিকশাচালক (বেবিট্যাক্সি ড্রাইভার), ‘১৩ নম্বর ফেকু ওস্তাগার লেন’-এ পাড়ার ছেলে মিন্টু, ‘ডাকবাবু’---তে আদালতের কর্মচারী, ‘কাগজের নৌকা’য় বাইজিবাড়ির মাতাল। একসময় পরিচয় হয় জহির রায়হানের সঙ্গে। তিনি রাজ্জাককে ‘বেহুলা’ ছবিতে নেন। ওই ছবি সাইনিং মানি হিসেবে ৫০০ টাকা নগদ পেয়েছিলেন। সেই টাকার কিছু অংশ সংসারের কাজে খরচ হয়। বাকি টাকা বন্ধুবান্ধবকে মিষ্টি খাইয়ে শেষ করেন রাজ্জাক।

‘বেহুলা’ মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল জীবনের ১৯৬৬ সালে জহির রায়হানের ‘বেহুলা’ চলচ্চিত্রে লখিন্দরের চরিত্রে অভিনয় করে এককালের ‘এক্সট্রা’ রাজ্জাক রাতারাতিই পেয়ে যান তুমুল জনপ্রিয়তা। মুক্তির পর ছবিটি দারুণ ব্যবসায়িক সফলতা পায়। সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের দর্শক গ্রহণ করে নেয় রাজ্জাককে। এই ছবি মুক্তির পর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি রাজ্জাককে। ঢাকা পেল নতুন এক তারকা। ষাটের দশকের প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা, লোকছবির উত্থান, পাকিস্তানি ও অন্যান্য ছবির ভিড়েও কখনো লোকগাথাভিত্তিক ছবিতে, কখনো সামাজিক, আবার কখনো গণ-আন্দোলনভিত্তিক ছবিতে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে নায়ক চরিত্র করে গেছেন রাজ্জাক। রাজ্জাক হয়ে ওঠেন ঢাকার ছবির ‘নতুন উত্তমকুমার’। তাঁর রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দর্শককুল।

১৯৬৯ সালে কাজী জহিরের ‘মধু মিলন’ ছবি দিয়ে রাজ্জাক-শাবানা জুটির শুরু। ১৯৭২ সালে নির্মিত এ জুটির ‘অবুঝ মন’ ছবিটি দারুণ দর্শকপ্রিয়তা পায়। ‘অবুঝ মন’, ‘সাধু শয়তান’, ‘মাটির ঘর’, ‘দুই পয়সার আলতা’, ‘চাঁপা ডাঙ্গার বউ’, ‘সখী তুমি কার’, ‘অমর প্রেম’, ‘রজনীগন্ধা’এ জুটির উল্লেখযোগ্য ছবি। বেঁচে থাকতে ২০১৬ সালে একবার রাজ্জাক তাঁর জীবনের গল্পটা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘সবার ভালোবাসা পেয়ে আজ আমি পরিপূর্ণ। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অনেক সময় অর্ধাহারে দিন কেটেছে আমার। সপ্তাহে ৬৫ টাকা পেতাম টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠান করে, সেই ৬৫ টাকা দিয়ে আমার সংসার চলেছে। একটা সময় পর আমি ‘বেহুলা’র নায়ক হলাম। ৫০০ টাকা সাইনিং মানি নিয়ে খুশিতে বাড়ি এলাম। তারপরের কাহিনিটা অনেকেই জানেন।’

রাজ্জাক শুধু নায়ক হিসেবেই নয়, পরিচালক হিসেবেও বেশ সফল। ‘আয়না কাহিনী’সহ কয়েকটি ছবিটি নির্মাণ করেন তিনিপারিবারিক অ্যালবাম ২০১৪ সালে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজ্জাক বলেছিলেন, ‘স্বাধীনতার আগে ৭ কোটি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, এখন ১৭ কোটির ভালোবাসা পাচ্ছি, সামনে ২০ কোটি মানুষের ভালোবাসা নিয়েই চলে যেতে চাই।’ রাজ্জাক মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বাঙালিদের সেই ভালোবাসায় ছিলেন। আজও তাঁর প্রতি ভালোবাসার কমতি নেই। ১৯৬৪ থেকে আমৃত্যু এ দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। সামাজিক ছবির সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা যেমন ছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও অনুপ্রেরণা ও আদর্শবান একজন মানুষ ছিলেন। সমসাময়িক নায়কদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল দারুণ। পরের প্রজন্মের কাছে তো তিনি একজন আদর্শ। চলচ্চিত্র---সংশ্লিষ্টদের মতে, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশি চলচ্চিত্র যত দিন থাকবে, রাজ্জাকের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়েই থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় প্রাক্তন চিফ জাস্টিক এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

শেষ ওভারের লড়াইয়ে ভারতের সিরিজ এবং ম্যাচ জয়

পুণে, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ভারতের ১৮২ রানের জবাব দিতে গিয়ে ইংল্যান্ড শুরুটা ভালই করেছিল। দুই ওপেনার মিলে পাওয়ারপ্লেতে যোগ করেন ৬২ রান। কিন্তু দুর্দান্ত শুরুর পরেও সিরিজ হার এড়াতে পারল না জস বাটলারের দল। হারশিত রানা এবং রবি বিষ্ণোইদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে শেষ ওভারে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করেছে ভারত।

পুণেতে শুক্রবার রাতে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৫ রানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখেই নিশ্চিত করে ফেলল সূর্যকুমার যাদবের দল। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। দ্বিতীয় ওভারে দলীয় ১২ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে স্বাগতিকরা। একই ওভারে সানজু স্যামসন, তিলক ভার্মা এবং সূর্যকুমার যাদবকে ফিরিয়েছেন সাকিব মাহমুদ।

শুরুর ধাক্কার সামলে ব্যাট হাতে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন রিঙ্কু সিং এবং অভিষেক শর্মা। ২৯ রান করে দলীয় ৫৭ রানে ফেরেন অভিষেক। ৩০ রান করে ফেরেন রিঙ্কু। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে বড় জুটি গড়েন হার্দিক পান্ডিয়া এবং শিভম দুবে। ৮৭ রানের এই জুটিতেই বড় সংগ্রহের ভিত পায় ভারত। ৪-৪ ও ৪ -৬ -এ ৩০ বলে ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন হার্দিক পান্ডিয়া। আর ৩৪ বলে ৫৩ রান করে শেষ বলে যখন রান আউট হন তরুণ এই অলরাউন্ডার, ১৮১ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস।

স্বপ্নের বাজেট, প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা। এদিন বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। এটাকে স্বপ্নের বাজেট বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একটি দুর্দান্ত বাজেট পেশ করেছেন। এটাকে স্বপ্নের বাজেট বলা যেতে পারে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তের জন্য। তিনি এমন একটি বাজেট উপস্থাপন করার জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আয়কর ছাড়ের স্ল্যাব সংশোধন করা হয়েছে এবং আয়কর ছাড় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই ঘোষণা ভারতের অর্থনীতিতে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে। এর ফলে বাজারে চাহিদা বাড়বে এবং এমএসএমই উপকৃত হবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে। তাই অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। কৃষি খাতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেট চলতি শতাব্দীতে নতুন পথ দেখাবে।

বাজেটে কৃষকদের জন্য কিছুই নেই : হরসিমরত কৌর বাদল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল। তাঁর মতে, বাজেটে কৃষকদের জন্য কিছুই নেই। বাজেটকে ভোটমুখী আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

নির্মলা সীতারমনের বাজেট পেশ হওয়ার পর সংসদ ভবন চত্বরে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় হরসিমরত কৌর বাদল বলেছেন, 'রাজ্যের নাম দেখুন-বিহার, যে রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে। শুধু বিহার, বিহার আর বিহার। পঞ্জাবের কোনও উল্লেখ ছিল না। এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টি নিয়ে গত ৪ বছর ধরে বিক্ষোভে বসেছেন কৃষকরা। কৃষকদের জন্য কী ঘোষণা করেছে? কৃষকদের সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে (পদপিষ্ট) জড়িত উত্তর প্রদেশের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

অখিলেশ আরও বলেছেন, 'মহাকুম্ভ আসে ১২ বছর পর। আমাদের কাছে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া মানুষের তথ্য বাজেটের ডেটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কতজন মারা গেছে, নিখোঁজ হয়েছেন বা কতজন আহত হয়েছে তা সরকার বলতে পারছে না। সরকার যে মৃতের সংখ্যা দিয়েছে তা মিথ্যা।'

বিহারকে একাধিক প্রকল্প উপহার অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বিহারকে একাধিক প্রকল্প উপহার দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, বিহারে তৈরি হতে চলেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনোলজির রিসার্চ সেন্টার। এছাড়াও, সম্প্রসারিত করা হবে আইআইটি পাটনা। বিহারে তৈরি হবে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, হবে পাটনা বিমানবন্দরের উন্নয়ন, ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।

কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দু-বিরোধী বললেন অখিলেশ, বাজেটের নিন্দায় মুখর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দু-বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কেন্দ্রীয় বাজেটেরও সমালোচনা করেছেন তিনি। শনিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, দেশবাসী বুঝতে পেরেছে, এর চেয়ে বেশি হিন্দু-বিরোধী সরকার আর হতে পারে না। আমার দাবি 'লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড' সেন্টারটি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা উচিত, কারণ উত্তর প্রদেশ

আগামী সপ্তাহে নতুন আয়কর বিল, বাজেটে বললেন নির্মলা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী সপ্তাহেই সংসদে পেশ হবে নতুন আয়কর বিল। শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় সে কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়করের নতুন আইন তৈরি হলে করদাতারা যথেষ্ট সুরাহা পাবেন বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিমায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে ১০০ শতাংশ করা হবে বলেও ঘোষণা নির্মলার।

ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক। বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন তিনি। লিথিয়াম ব্যাটারিতেও শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা।

বাজেটে পর্যটনে জোর অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন পর্যটন ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে: ৫০টি পর্যটন ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ মডেলে উন্নয়ন, হোম স্টে-র জন্য দেওয়া হবে মুদ্রা লোন, পর্যটকদের ভাল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলিকে ইনসেনটিভ, কিছু কিছু পর্যটন ক্ষেত্রে হবে ভিসা-ফ্রি, বুদ্ধদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত জায়গাগুলির ক্ষেত্রে পর্যটনে গুরুত্ব, মেডিক্যাল ট্যুরিজম প্রোমোট করা হবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।

'জল জীবন মিশন' প্রকল্প ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলবে, ঘোষণা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্প ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এছাড়াও দেশে নতুন ১২০টি বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার মধ্যে বিহারে তিনটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে।

বাজেট পেশ করে নির্মলা জানালেন, হকারদের জন্য ইউপিআই লিঙ্ক করা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। শহর পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হবে এক লক্ষ কোটি।

ছোট মডিউলার নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারের জন্য বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০৩০ সালের মধ্যে ওই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারগুলি তৈরি করা হবে।

আয়কর লাগবে না ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে বড় ঘোষণা করলেন নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর লাগবে না। এই ঘোষণা করে বাজেটে মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

নির্মলা ঘোষণা করেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর লাগবে না। নির্মলা বলেছেন, মধ্যবিত্তরা অর্থনীতিতে শক্তি যোগায়। তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, আমরা পর্যায়ক্রমে করের বোঝা কমিয়েছি। আমি এখন ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর থাকবে না।

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

বিজ্ঞপ্তি

Ref*f*-éŸé Santirbazar P*f*S GDE No*f* 15 dated 05ù01ù2025

পাশের ছবিটি শ্রীমতি শমী দাস (পাল), বয়স ২২ বৎসর, স্বামী- শ্রী রঞ্জিত পাল, সাং- গোরাঙ্গ বাজার, থানা-পুরান রাজ বাড়ী, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে ছিল লাল রঙ এর শাড়ী। গত ১৩/০১/২০২৫ সন্ধ্যা ৫ টায় স্বেচ্ছায় নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্টোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
২) শান্তিরবাজার থানা: ৯৪৮৫১৪৭৮২৯/৭৬২৮০০৭০৭৯
ফোন নম্বর:-০৩৮২৩-২২২০৫২ ফোন নম্বর:-৯৪৩৬৭৭৩৬০৭
ICA/D-1791/25

Latliks
Superintendent of Police South Tripura District

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-229/TOUJI/CZ/AMC/2024/9501-04 Date : 01/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are available
1	"15 Years lease of Food Court Area Near Ujjayanta Place Garden"	07/02/2025 At 17.00 Hrs	04/03/2025 At 11.00 Hrs	06/03/2025 At 17.00 Hrs	10/02/2025 At 11.00 Hrs	17/02/2025 At 17.00 Hrs	03/03/2025 At 11.00 Hrs	03/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 1,00,000.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs. 05 Lakhs	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
E-Governance Cell
CITY CENTRE, PARADISE CHOWMUHANI, AGARTALA, TRIPURA(W)
PHONE:0381-2385507
F.1 (27)Manpowwr/e-Govt/AMC/2015/Shadow-3/-9505-09 Date: 01/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Tender from reputed and experienced Company/Firm/Agency/Contractor for followings:

Sl No.	Name of the Job	Publishing date	Bid Submission start Date	Last date of the Submission	Technical Bid Opeining time	Tender Value Yearly	Application Fess	EMD	Details are Available
1	Supply of Manpower to operate online Application & Other IT Related Job Under AMC DNIT No:02/e-Gov/ AMC/2025-2026	01/02/2025 At 15.00 Hrs	01/02/2025 At 15.00 Hrs	10/02/2025 At 15.00 Hrs	10/02/2025 At 16.00 Hrs	Rs. 1.05 Crore	Rs. 5000/-(Five Thousand) Only	Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) Only	https:// tripuratenders .gov.in and www.agartala city.tripura.gov.in

Tender is to be submit online through https://tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
E-Governance Cell
CITY CENTRE, PARADISE CHOWMUHANI, AGARTALA, TRIPURA(W)
PHONE:0381-2385507
F.1 (27)Manpowwr/e-Govt/AMC/2015/Shadow-3/-9505-09 Date: 01/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Tender from reputed and experienced Company/Firm/Agency/Contractor for followings:

Sl No.	Name of the Job	Publishing date	Bid Submission start Date	Last date of the Submission	Technical Bid Opeining time	Tender Value Yearly	Application Fess	EMD	Details are Available
1	Supply of Manpower to operate online Application & Other IT Related Job Under AMC DNIT No:02/e-Gov/ AMC/2025-2026	01/02/2025 At 15.00 Hrs	01/02/2025 At 15.00 Hrs	10/02/2025 At 15.00 Hrs	10/02/2025 At 16.00 Hrs	Rs. 1.05 Crore	Rs. 5000/-(Five Thousand) Only	Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) Only	https:// tripuratenders .gov.in and www.agartala city.tripura.gov.in

Tender is to be submit online through https://tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA Advt. No. 07/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for direct recruitment to the post of Principal, Group-A (Gazetted) for Regional College of Physical Education, Panisagar under Education (Youth Affairs & Sports) Department, Government of Tripura.
For detailed Advertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in
The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog. (AS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

SHORT PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/PWD(R&B)/AMB/2024-25 Dt. 30/01/2025

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /-item-rate e-tender in single bid/ two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No: 126/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,49,360.00	2,90,987.00	90 (Ninety) Days
2.	DNIT No: 127/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,44,90,185.00	2,89,804.00	90 (Ninety) Days
3.	DNIT No: 128/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,00,575.00	2,90,012.00	90 (Ninety) Days
4.	DNIT No: 129/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,22,481.00	2,90,450.00	90 (Ninety) Days
5.	DNIT No: 130/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,22,080.00	2,90,442.00	90 (Ninety) Days
6.	DNIT No: 131/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,52,192.00	2,91,044.00	90 (Ninety) Days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 7/02/2025
Time and date of opening of technical bid at 16.00 Hrs on 07/02/2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/3584/25

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division PWD (R & B) Ambassa, Dhalai Tripura

NIT NO: e-PT-45/P/EE/ RDAD/2024-25 Dt. 30/01/ 2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 07/02/2025 for Supply of all-in One type computer (Brand HP/DELL) under R D Agartala Division of West Tripura District. For details, visit website https:/ /tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3576/25

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIET NO- 33/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25 Single bid item rate e-tender is invited for 01(One) No work viz Dosing of chlorine Dioxide solution at SWTP Kulai of DWS Division, Ambassa
Last date & time for online Bidding: 13-02-2025 upto 3:00 PM.
All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. Any further corrigendum will be uploaded in the website only. For contact email- dwsdhalaiambassa@@gmail.com
Landline- 03826295083
ICA/C/ 3568/25

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. R. Debbarma) Executive Engineer DWS Division,
Ambassa, Dhalai District, Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 27/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25, Dt 29.01.2025
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	85/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2024-25.	₹2,68,19,521.00	₹5,36,390.00	270 Days	Up to 3.00 P.M. On 14.02.2025	At 4.00 P.M. on 14.02.2025 (if Possible)
2	87/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2024-25.	₹1,93,61,999.00	₹3,87,240.00	180 Days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3571/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. M. Debnath) Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	34/SE(I)/KGT/2024-25	₹ 1,03,83,734.00	₹ 2,07,675.00	240 (Two hundred Forty) days	₹ 4,000.00	Up to 3.00 P.M. on 11-02-2025	At 4.00 P.M. on 11-02-2025	https://tripuratenders.gov.in

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3560/25

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সরস্বতী পুজোয় জমে যাক নিরামিষ পনির

সরস্বতী পুজো মানেই প্রেমিকার সঙ্গে হাত ধরে ঘোরা, বা পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি। তারপর কুল খাওয়া, ছবি তোলা তো আছেই। তারপর? দুপুরে খাবারে সেই বাঁধাধরা খিচুরি খেতে ভালোবাসেন না অনেকেই। তারচেয়ে বরং পনির দিয়ে বানিয়ে দারুণ সুস্বাদু এই পোলাও। রইল রেসিপি।

উপকরণ --- ৫০০ গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল ৩০০ গ্রাম পনির ১টা গাজর ৩টে কাঁচালংকা ৮-৯টা কাজু ১২টি কিসমিস ৪টে এলাচ ৫টা লবঙ্গ ২-৩টে তেজপাতা ১ ইঞ্চি আদা স্বাদ মতো নুন প্রয়োজন মতো সাদা তেল ৪টেবিল চামচ ঘি ১ চা চামচ চিনি ১ টুকরো জয়িত্রী

প্রণালী — প্রথমে পনির গুলি সর্ষের তেলে একটু নুন ও হলুদ দিয়ে ভেজে তুলে নুন গরম জলে ভিজিয়ে রেখে দিন।

চাল ভালো করে ধুয়ে ২ ঘন্টা ফেন এর নীচে রেখে দিন শুকানোর জন্য। গাজর ও আদা গ্রেট করে নিয়ে আর কাঁচালঙ্কা চিরে নিন। ৩ গ্লাস মতো জল গরম করে নিন।এবার গ্যাস এ কড়াই বসিয়ে গরম হলে তেল ও ঘি দিয়ে এলাচ, তেজপাতা,লব ও জয়িত্রি ফোড়ন দিয়ে দিন। গ্রেট করা আদা ও গাজর,কাজু দিয়ে একটু নেড়ে চাল গুলি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। তারপর গরম জল দিয়ে নুন ও কিসমিস দিয়ে আচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এবার ঘি ও চিনি দিয়ে আরো একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করলেই হল।

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু। যে কারণে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা দেখে রাখতে হয়। তা প্রয়োজনের তুলনায় বেড়ে গেলে খুবই সমস্যার হতে পারে। তবে অনেকেই জানেন না যে কোলেস্টেরলের থেকেও ক্ষতি কর হল ট্রাইগ্লিসারাইড। শরীরে যদি ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়ে তাহলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসতে পারে। কোনও ভাবেই ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ট্রাইগ্লিসারাইড হল হার্টের সমস্যার অন্যতম ইঙ্গিত। ট্রাইগ্লিসারাইড একপ্রকার চর্বি যা রক্তে জমা হয় আর শরীরকেও শক্তি দেয়। শিরায় অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড জমতে থাকা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। এতে বলা হয় হাইপারট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া। এর ফলে হঠাৎ করে মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, হাচতে-পায়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তা হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণও বটে। ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে থাকলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যাও হতে পারে। আর প্রধান কারণ খাওয়াদাওয়া। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে সমস্যা হবেই। সেই সঙ্গে তালিকাতে যদি এই সব খাবার থাকে তাহলে আরও বেশি মুশকিল। এর মধ্যে পয়লা নম্বরেই আছে মাটন। মাটনের মধ্যে চর্বি থাকে। সপ্তাহে একদিন করে খেলেই তা সরাসরি হার্টের চারপাশে জমতে শুরু করবে। রোজ খেলে তো কথাই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। মাটনের পাশাপাশি বিরিয়ানি, পোলাও, কষা মাংস এসবও খাওয়া চলবে না।

ফুকটোজ বেশি আছে এমন কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। এতে ওজন বাড়বে। শুধু তাই নয়, এতে ইনসুলিন হরমোনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে ওজন নিজের গতিতে বাড়তে থাকবে। কোল্ডড্রিংক, আইসক্রিম, মিষ্টি, আলু, ময়দার তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। চাউমিন, পাস্তা, বার্গার এসবের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট অনেক বেশি। অনেকেরই কাজের সঙ্গে মুখ চলতে থাকে। কাজের ফাঁকে চিপস, কফি, চকোলেট, চানাচুর, বিস্কুট এসব খেতে থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা রোজ দুপুরে বাইরের খাবার খান। তেল-মশলাযুক্ত খাবার শরীরের জন্য ভয়ংকর। আমাদের রাজ্যে যে আবহাওয়া থাকে তাতে সহজপাচ্য কোনও খাবার ছাড়া হজম হওয়া মুশকিলের। তাই এই অভ্যাস ছাড়তে হবে। খাওয়ার পর কোল্ডড্রিংক খাওয়ার অভ্যাস খুবই খারাপ। এতে হজম হয় না উল্টে রক্ত শর্করার পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। সোডা ওয়াটার আর চিনি এই দুই এর মিশেলে যা তৈরি হয় তা শরীরের জন্য একরকম বিষ। মদ, মাংস, ফাস্টফুড, তেলেভাজা, মিষ্টি ছাড়তে না পারলে কোনও গতি নেই।

সাহা ট্যাক্সি সার্ভিস

শ্রীকুমার দত্ত গুয়াহাটি

চেন্নাই শঙ্কর নেত্রালয়ে চোখের চিকিৎসা করানোর পর আগরতলা ফেরার আগে বাড়তি একদিন সময় পেয়ে বিমলবাবু ঠিক করলেন একবার কাঞ্চিপুরম ঘুরে আসবেন। সেখানকার কামাক্ষী মন্দির নাকি গুয়াহাটির কামাক্ষ্যার জমজ মন্দির। দেবী দর্শন রথদেখার সঙ্গে গিন্নির জন্য সেই বিখ্যাত কাঞ্চিপুরম সিল্ক শাড়ী কেনা কলাবেচাও হয়ে যাবে। গুগুল বাবা থেকে তথ্য জোগাড় করে অনলাইনএ একটা ক্যাবও বুক করে ফেললেন। "সাহা ট্যাক্সি সার্ভিস" - নামটা দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেলো। যাক, পাঁচ দিন বাদে প্রাণ খুলে কথা বলার জন্য একটা বাঙালী পাওয়া গেলো।এক তো দোসা, ইডলি-সম্বর খেয়ে খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার উপর এখানে এসে ইস্তক বাংলা বলতে না পেয়ে যেন বদহজম হয়ে গেছে। যেখানেই যাও হয় ইংরেজি নয়তো প্রাণঘাতী হিন্দি। কি যে বলে সব চেরি-চেরি, ইল্লে, মাথা মুণ্ড কিছুই বোঝায় উপায় নেই।

পরেরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি এলে ফুরফুরে মনে বিমলবাবু যাত্রা শুরু করলেন। ড্রাইভার এর সঙ্গে গপ্পো জমানোর অধীর আগ্রহ নিয়ে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করলেন - "ভাই তোমার নামটা কি" ? সামনের দিক থেকে কোনো জবাব এলো না। আবার সেই একই প্রশ্ন। নাহ, ড্রাইভার এখনও প্রতিক্রিয়াহীন। খানিক বাদে ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো -"এনি প্রব্লেম স্যার" ? বিমলবাবু বিমর্ষ হয়ে মাথা নাড়লেন। এবার সন্দেহ দূর করতে জিজ্ঞাসা করলেন - " ইওর কোম্পানি বেঙ্গলি" ? ড্রাইভার এর জবাব - "নো স্যার"। দ্বিতীয় প্রশ্ন - "দেন হোয়াই নেম সাহা ট্যাক্সি" ? তারপর ইংরেজি-হিন্দির খিঁচুড়ি ভাষায় ড্রাইভারের মুখে যা শুনলেন তাতে তার বাংলা শোনার ইচ্ছেটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলো - দুই বন্ধু মিলে ট্যাক্সি সার্ভিস এর ব্যবসা খুলেছে। একজনের ছেলের নাম সাহিল আর অন্যজনের মেয়ের নাম হারিনি, ওদের নামের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে কোম্পানির নাম রেখেছে সাহা ট্যাক্সি সার্ভিস।

"বাণী বন্দনা"

দীপক রঞ্জন কর

বীণা পুস্তক হস্তে হংস বাহনে
শুভ্র শোভিত বসন পরিধানে
মাঘের শুক্ল শ্রী পঞ্চমী তিথি
বন্দনায় আমরা হয়েছি ব্রতী।
মা ভগবতী, তোমায় বরণে
অঞ্জলী লহো তোমার চরণে
বিদ্যার দেবী তুমি মা সরস্বতী
বিদ্যা স্থানে দাও শুভ মতি।
কণ্ঠে ভরে দাও স্বর-সুর সংগীত
বিদ্যা বুদ্ধি দাও মা বীণারঞ্জিত
দেবী বিশালাক্ষী মুক্তার সাজে
আঁখি খুলে দাও জগতের মাঝে।
শ্বেতপদ্মের আসনে বিরাজ তুমি
স্বচ্ছ শোভিত করো এ পবিত্র ভূমি
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে মা আশীর্বাদ চাই
করজোরে তোমায় প্রণাম জানাই।।

প্রার্থনা

রতন দাস

হংসবাহিনী বীণাপানি
বাগদেবী নাম,
আমি যে মা খুঁজে বেড়াই,
কোথায় যে তোর ধাম।
তুই যে মাগো, বিনয় দাতা
বিদ্যায় দিস ধন,
আমি মা তোর চরণ ছুঁয়ে
নিতে চাই এক পন।
পড়বো প্রচুর সকাল সন্ধ্যা
পাইলে মা তোর বর,
কেনো মাগো দূরে থাকিস
করিস-নে আমায় পর।
আমি যে মা পাগল তোতে
বুঝবি কবে আর,
বিদ্যা বুদ্ধি বিনয় দে মা
জীবন করি পার।
সামনে এক্সাম, আশিস চাই মা
মাথায় রাখ তোর হাত,
তুই বললে মা, পড়তে বসেই
কাটাবো সারারাত।
ক্লান্তি প্রচুর জীবন পথে
সার্থকতা কম,
সফলতার পথে যে মা
নানা রকম ভ্রম।
আশিস দে মা, পার করে যাই
লক্ষে যাওয়ায় সিঁড়ি,
সফলতা ছুঁতে দে মা
আর করিসনে দেরি।

মাইক্রোওয়েভ খাবার গরম করার সময় কোন ভুলগুলো এড়িয়ে চলা দরকার?

রান্না করা খাবার গরম হয়ে যায় দু'মিনিটে। চা খাওয়ার জন্য আর গ্যাস জ্বালিয়ে গরম জল করতে হয় না। কাপে জল দিয়ে মাইক্রোওয়েভ অভেন চালিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যায়। রান্নার চেয়েও খাবার গরম করা ও ছোটখাটো সুবিধার জন্য মাইক্রোওয়েভের কদর বাড়ছে। কিন্তু খাবার গরম করতে গিয়ে ছোটখাটো নানা ভুলেই খাবার নষ্ট হতে পারে।

আবার ঠিকমতো গরম না-ও হতে পারে। কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা দরকার? ১. খাবার গরম করার সময় ঢাকা দেন না নিশ্চয়ই। এতে খাবার শুকনো হয়ে যেতে পারে। স্বাদেও তফাত হতে পারে। পাশাপাশি গরম করার সময় খাবার ছিটকে মাইক্রোওয়েভ অভেনের ভিতরটাও নোংরা হতে পারে। তাই ঢাকা দিয়ে খাবার গরম করলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। ২. হাতের কাছে যা পাত্র পান, খাবার গরম করার জন্য সেটাই কি বসিয়ে দেন? সেই তালিকায় প্লাস্টিকের টিফিন বক্স, স্টিলের বাটি সবই থাকে কি? এতে মাইক্রোওয়েভ অভেন যেমন খারাপ হতে পারে, তেমনই ক্ষতিকর প্লাস্টিক গলে খাবারে মিশে যেতে পারে। মাইক্রোওয়েভ অভেনে খাবার গরম করার নির্দিষ্ট বাসন পাওয়া যায়। অভেনে রান্না করতে হলে মোটা কাচের বাসন দরকার হয়। প্লাস্টিকের যে সমস্ত পাত্র খাবার গরম করার উপযুক্ত, তা কিন্তু রান্না করার উপযোগী নয়।

৩. সুবিধার জন্য অনেকেই একটি থালায় বিভিন্ন খাবার রেখে মাইক্রোওয়েভ অভেনে ২ মিনিট গরম করে নেন। কিন্তু ওই সময়ে তরকারি গরম হলেও, রুটি কিন্তু শুকিয়ে পাঁপড় হয়ে যাবে। প্রতিটি খাবার কত ক্ষণ গরম হবে তা নির্ভর করে তা কতটা ঠান্ডা ও তার পরিমাপ কেমন,তার উপর। তা বুঝেই অভেনের তাপমাত্রা ও সময় নির্ধারণ করতে হবে। ৪. তরকারি হোক বা মাছ-মাংস, অনেক সময় খেতে গিয়ে দেখা যায় কাই গরম হয়েছে কিন্তু মাংসের ভিতরটা ঠান্ডা কিংবা আলুর ভিতরটা ঠিক মতো গরম হয়নি। সমস্যা সমাধানে খাবারটি গরম করার মাঝে এক বার হাতা বা চামচ দিয়ে নাড়িয়ে নিন। এতে খাবারের সমস্ত অংশ সঠিক ভাবে গরম হবে। ৫. মাইক্রোওয়েভ অভেনে "বিপ বিপ" শব্দ হলেই কি তা বন্ধ করে দেন? তখনও কিন্তু খাবার গরম হওয়ার প্রক্রিয়া চলে। তাই শব্দ হওয়ার পর কিছু ক্ষণ খাবারটি রেখে দিলে ভাল ভাবে গরম হবে।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে থাইরয়েড

থাইরয়েড সমস্যা মহিলাদের মধ্যে খুব সাধারণ, যার কারণে ওজন বৃদ্ধি বা হঠাৎ কমে যাওয়া, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগের পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং এর কারণ ও প্রতিকার কী?

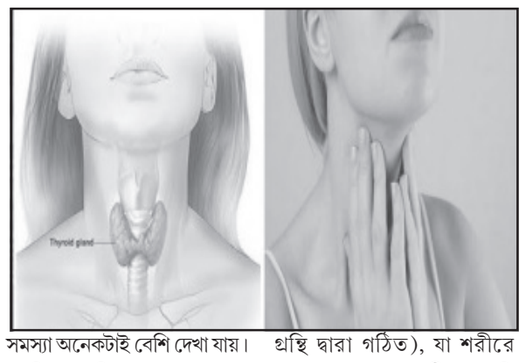

হাইপারথাইরয়েডিজম' বা 'হাইপোথাইরয়েডিজম' যাকে সহজ ভাষায় থাইরয়েড রোগ বলা হয়। এর পিছনে দায়ী একটি হরমোন। যা আমাদের গলায় অবস্থিত একটি গ্রন্থি দ্বারা উতাদিত হয়। এই প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থিটি থাইরয়েড গ্রন্থি নামে পরিচিত। এই গ্রন্থি থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে হরমোন ক্ষরণ হলে তা শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি বা ওজন কমানো। এই অবস্থাকে থাইরয়েড বলা হয়। থাইরয়েডের সমস্যা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

থাইরয়েডের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর চিকিৎসা সহজ নয়। একই সময়ে, মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। আসুন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিই এর পেছনের কারণ এবং প্রতিরোধে করণীয় কী?

মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা অনেকটাই বেশি দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন বেশি থাকে। এছাড়াও শরীরে প্রোজেস্টেরন (প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয়) নামে একটি হরমোন রয়েছে। এই দুটি হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা ওঠানামার কারণে,থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয়। মহিলাদের উচ্চ থাইরয়েডের সম্ভাব্য কারণ- গর্ভাবস্থায়, মহিলাদের শরীরে অনেক হরমোনের পরিবর্তন ঘটে এবং এটি থাইরয়েডের কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণেই অনেক মহিলা গর্ভাবস্থায় থাইরয়েডের সমস্যার সম্মুখীন হন।

অন্যান্য কারণ- সৌন্দর্যের জন্য অনেক ধরনের পণ্য ব্যবহার করেন মহিলারা। যাতে উপস্থিত রাসায়নিক আপনার এন্ডোক্রাইন সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে (হরমোন তৈরি করে এমন অনেক গ্রন্থি দ্বারা গঠিত), যা শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে মহিলাদের শরীরে থাইরয়েডের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

থাইরয়েড হলে এসব থেকে দূরে থাকুন-

শরীরে থাইরয়েডের পরিমাণ বেড়ে গেলে চা, কফির থেকে দূরে থাকুন, কারণ এতে ক্যাফেইন থাকে। এ ছাড়া উচ্চ চিনিযুক্ত জিনিসও এড়িয়ে চলতে হবে। অত্যধিক চিনি গ্রহণ করলে শরীরে হরমোন ক্ষরণের ভারসাম্য দেখা দেয়। যার সরাসরি যোগ রয়েছে থাইরয়েডের সঙ্গে। দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন পনির, দুধ কমিয়ে ইত্যাদি খাওয়া কমিয়ে দিন। খাসির মাংস খেতে পছন্দ করলেও, এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একেবারেই পাত থেকে বাদ দিতে হবে। ডায়েটে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। তাহলেই সুস্থ থাকবেন ও বশে থাকবে থাইরয়েড।

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে

রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে রক্তাল্পতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেয়। পুরুষদের মধ্যেও এই রোগ দেখা দিলেও রক্তাল্পতার ঝুঁকি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এমনকী উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার সমস্যা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্তাল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। মূলত দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে এই রোগ দেখা দেয়। মহিলাদের দেহে প্রতি লিটার রক্তে ১২০ গ্রামের কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা থাকলেই, এটি অ্যানেমিয়া। মহিলাদের দেহে রক্তাল্পতার উপসর্গ:

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমলে দেহে অক্সিজেনের ঘাটতিও তৈরি হবে। এর জেরে আপনি একটু কাজ করেই হাঁপিয়ে যাবেন। যে কোনও কাজ করতে গেলে আপনার ক্লান্তি বোধ হবে। রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগলে সারাদিন জুড়ে ক্লান্তি থাকে। মাথা ঘোরা ও মাথা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। তার সঙ্গে বিষণ্ণতা বাড়ে। আয়রনের ঘাটতির কারণে অনেক মহিলাই মানসিক সমস্যায় ভোগেন।

অনেকেই মহিলাই সারাবছর চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। মুঠো-মুঠো চুল পড়তে শুরু করলে প্রসাধনী পরিবর্তনের বদলে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে। এছাড়া মুখ-চোখ শুকনো দেখায়। রক্তাল্পতার প্রভাবে ত্বক ফ্যাকাশে দেখায়। অনেক সময় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যে কোনও রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় হলে, সহজেই সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। আর যদি প্রথম থেকে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখেন, তাহলে সহজেই এড়ানো যায় রক্তাল্পতার ঝুঁকি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে খাবারের উপর জোর দিন।

এমন বেশ কয়েকটি খাবার রয়েছে, যা খেয়ে আপনি রক্তাল্পতার ঝুঁকি এড়াতে পারবেন।

যে সব খাবার কমাবে রক্তাল্পতার ঝুঁকি:

যে সব ফল ও সবজির মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, সেগুলো রোজ খান। লেবু জাতীয় ফল, কিউই, আপেল, পেয়ারায় ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এগুলো আয়রনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। একইভাবে, টমেটো, ব্রকোলি, বাধাকপি, ফুলকপি খান। আয়রন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে পালং শাক ও বিটরুট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া ড্রাই ফ্রুটস রাখুন ডায়েটে। আমন্ড, কাজু, কিশমিশ, খেজুর খান। রক্তাল্পতা থেকে সেরে উঠতে রেট মিট খেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে। এছাড়া মুরগির মাংস, মুরগির মেটে, মাছ, ডিম ইত্যাদি খেলে সহজেই রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমানো যায়।

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র। নানা রকম পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ঘি হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আবার, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতেও ঘিয়ের ভূমিকা রয়েছে। খাঁটি গরুর দুধের ঘিয়ে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ত্বক এবং চুলের যত্নে কী কী ভাবে ঘি ব্যবহার করা যায়, জানেন?

১) ময়েশ্চারাইজার-ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে ঘি মাখেন অনেকে। ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড। যা সহজে ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ২) লিপ বাম গরমকালেও ঠোঁট ফাটতে পারে। শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ে ঠোঁট ফাটে। বাজার থেকে কেনা বাম ব্যবহার না করে ঘি মাখতে পারেন।

৩) কন্ডিশনার-শ্যাম্পু করার আগে মাথার তালু এবং চুলের ডগায় হালকা গরম ঘি মাখতে পারেন। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি চুলের ডগা ফাটার সমস্যা রোধ করতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৪) ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে-ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা সহজে ত্বক বুড়িয়ে যেতে দেয় না। বাজার থেকে দাম দিয়ে অ্যান্টি- রিঙ্কল ক্রিম না কিনে ঘি মাখতে পারেন। মুখে বলিরেখা পড়বে না।

৫) চোখের কালি তুলতে- চোখের তলার কালি, ফোলা ভাব দূর করতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ সামান্য ঘি মাখতে পারেন। চোখের চারপাশে বলিরেখা পড়ার প্রবণতাও রুখে দিতে পারে এই উপাদান। ৬) কিউটিকল ক্রিম-নখের চারপাশ থেকে সমানে ছাল উঠছে। সালোঁয় গিয়ে ম্যানিকিয়োর করলে নখের ধারে কিউটিকল অয়েল মাখিয়ে দেওয়া হয়। দোকান থেকে সেই অয়েল না কিনে নখের চারপাশে ঘি মাখতে পারেন।

৭) ফাটা গোড়ালির জন্য-শুধু শীতকাল নয়, সারা বছরই শুষ্ক, ফাটা গোড়ালির সমস্যা। বাজার চলতি "ক্র্যাক ক্রিম" যদি কাজে না আসে, শোয়ার আগে পায়ে ঘি মেখে দেখতে পারেন।

কোলেস্টেরল থেকে ডায়াবেটিস ডায়েটে যোগ করুন কিশমিশ

কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সুস্বাদু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে অন্যতম এই কিশমিশ। অনেক খাবারেই কিশমিশ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কিশমিশ সবাই খান, কিন্তু কালো কিশমিশের কথা শুনেছেন? শুকনো আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কালো কিশমিশ খুবই মিষ্টি ও রসালো। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি কিশমিশ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। সারারাত জলে ভিজিয়ে সকালে কালো কিশমিশ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। রক্ত পরিশোধন থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কালো কিশমিশ খুবই কার্যকরী। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে আয়রন সহ বহু উপাদান যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এই কালো কিশমিশ। আসুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই কালো কিশমিশ

রক্ত পরিষ্কার হয়-

আমাদের রক্তে ময়লা জমে ত্বক প্রাণহীন হয়ে যায় এবং ব্রণ ও ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে তা রক্ত থেকে বিষাক্ত, বর্জ্য এবং অপবিত্র পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আসলে, পটাসিয়াম আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, যা উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী।

হাড় মজবুত করে-

পটাশিয়াম ছাড়াও কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপরোসিসের মতো গুরুতর হাড়ের রোগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে হাড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ রাখে। এছাড়া কালো কিশমিশ দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে —

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত কালো কিশমিশ খেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কালো কিশমিশে উপস্থিত পুষ্টিগুণ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, যা চুল পড়া কমাতে পারে। এতে উপস্থিত উচ্চ ভিটামিন সি চুলের পুষ্টি জোগায়, যার ফলে চুলের অকাল পাক ধরা রোধ হয়।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায় —

কালো কিশমিশ কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে উপস্থিত পলিফেনল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ মহিলাদের জন্য ভীষণ উপকারী। কারণ এতে আয়রনের পরিমাণ বেশি। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, যা রক্তাল্পতা নিরাময় করে।

শনিবার আগরতলায় উত্তরপূর্বাঞ্চল জাপান কানিভালের উদ্বোধন করা হয়।

সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া শনিবার যারা বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শনিবার বিসিসিআইয়ের আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতের সর্বকালের সফলতম আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যান সচিন তেন্ডুলকর। এই স্বীকৃতির কেতাবি নাম 'কর্নেল সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।' বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড আয়োজনে শনিবার এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন তেন্ডুলকর। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ তিনিই। আর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ থাকবে বর্ষসেরা ক্রিকেটাররা।

সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া বর্ষসেরা তালিকায় যারা আছেন -

জাসপ্রিত বুমরাহ : ছেলেদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার 'পলি উমরিগার ট্রফি' পাচ্ছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। কয়েকদিন আগে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব জিতেছেন এই ফাস্ট বোলার।

স্মৃতি মান্ধানা : ভারতের বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা। বাঁ-হাতি এই ওপেনার আইসিসি অ্যাওয়ার্ডে জিতেছিলেন বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের খেতাব। সব সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের সেরা ব্যাটার ছিলেন তিনি গত বছর।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন : ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে সদ্য অবসর নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। ২০১১ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর এক যুগের বেশি সময় ধরে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতায় ভারতের টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম বোলার তিনি। দেশের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে ১২ বছর ধরে ভারতের ১৮টি সিরিজে অপরাজেয় থাকার পেছনে মূল কারিগরদের একজন ছিলেন এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার।

সারফারাজ খান : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেরা অভিষেকের পুরস্কারটি পাচ্ছেন সারফারাজ খান। গত ফেব্রুয়ারিতে অভিষেকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোটে দুই ইনিংসেই আগ্রাসী ফিফটি উপহার দিয়েছিলেন মুম্বইয়ের ব্যাটসম্যান।

আশা সোভানা : মহিলা ক্রিকেটে সেরা আন্তর্জাতিক অভিষেকের জন্য পুরস্কৃত হবেন আশা সোভানা। গত জুনে ওয়ানডে অভিষেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন এই অফ স্পিনার।

দীপ্তি শর্মা : ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেটের জন্য একটি ট্রফি পাবেন অফ স্পিনার দীপ্তি শর্মা।

তানুশ কোটিয়ান : ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পাচ্ছেন তানুশ কোটিয়ান। গত মরসুমে মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়ে এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডারের ছিল বিরাট অবদান। ১০ ম্যাচ ৫০২ রান করার পাশাপাশি ২৯ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অশ্বিনের অবসরের পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির ভারতীয় দলেও ২৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে নেওয়া হয়েছিল।

মহাকুম্ভে পদপিষ্ট নিয়ে আলোচনার দাবি বিরোধীদের, বাজেটের মধ্যেই হইচই

প্রয়াগরাজ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় লোকসভায় আলোচনার দাবি জানালেন সমাজবাদী পার্টি-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। বাজেট পেশের মধ্যেই শুরু হয় হইচই। প্রতিবাদ স্বরূপ লোকসভা থেকে বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়াকআউট করেন। বিরোধীরা অবশ্য এটা প্রতীকী ওয়াকআউট করেন। যে সমস্ত সাংসদরা ওয়াকআউট করেছিলেন, তাঁরা পুনরায় লোকসভার অধিবেশনে যোগ দেন।

সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে এদিন সংসদে দাবি করা হয়, মহাকুম্ভে যারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হোক। নির্মলা সীতারমন যখন বাজেট পেশ করছিলেন, তখন অখিলেশ যাদব-সহ সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা তুমুল হইহট্টগোল করেন।

মাঘেই ঠান্ডা কুপোকাত! ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতেই শীত বিদায়ের ইঙ্গিত

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জাঁকিয়ে বসার আগেই পশ্চিমবঙ্গে শীতের বিদায়ক্ষণ উপস্থিত। একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ, শীতের আমেজ একেবারেই উধাও। শীত পোশাকের আর প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে, ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে তাপমাত্রা আবার কিছুটা কমতে পারে। তবে এই মাসের মাঝামাঝি সময়েই শীত এ বছরের মতো বিদায় নেবে, এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.৬ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৭.০ ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে রাজ্যে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। আগামী কয়েক দিনে নতুন করে আরও পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকতে পারে বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কুয়াশার কারণে সতর্কতা জারি করা হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া এবং পুরুলিয়ায়। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে কুয়াশার কারণে কমতে পারে দৃশ্যমানতা। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ঘন কুয়াশা থাকবে।

ধর্মতলায় খাবারের দোকান ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা!

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় আগুন লাগল একটি খাবারের দোকানে। শনিবার সকালে ধর্মতলায় একটি খাবারের দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রথমে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন যায়। পরে আগুন বেশি ছড়িয়ে পড়লে আরও তিনটি ইঞ্জিন আনা হয়। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

ধর্মতলার মোড়ের কাছে নিউ মার্কেট এলাকায় একটি জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকানের পাশে ছোট খাবারের দোকানে আগুন লেগেছিল। যে ভবনে আগুন লেগেছিল, তার উপরে কিছু অফিস রয়েছে। কয়েকটি পরিবারও থাকে সেখানে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তাঁরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকলকর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাইপের মাধ্যমে জল দেন। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

গাজিয়াবাদে গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে আগুন, বহু দূর থেকে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ

গাজিয়াবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে আগুন ধরে গেল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকে। শনিবার ভোররাতে গাজিয়াবাদের টিলা মোড় থানার অধীনে দিল্লি-ওয়াজিরাবাদ সড়কের ওপর ভোপুরা চকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে আগুন ধরে যায়। আগুন লাগার পর একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও শব্দ শোনা যায়। সিএফও রাহুল পাল বলেছেন, উপর্যুপরি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে দমকল কর্মীরা প্রথমে ট্রাকের কাছে পৌঁছতেই পারেননি। কাউন্সিলর ওম পাল ভাট্টি বলেছেন, শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ২-৩ কিলোমিটার দুরেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। একটি গোডাউনে এবং বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা আগুন লাগার বিষয়ে জানতে পারি। এলপিজি সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকে আগুন ধরে যায়। সংলগ্ন বাড়িগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে। ২-৩টি বাড়ি ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কেউ হতাহত হননি।

চিরাচরিত বইখাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিরাচরিত বইখাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে টানা অষ্টম বারের জন্য বাজেট পেশ করলেন নির্মলা। নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছে তাঁর সরকার।

শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাবলেট হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। সোনালি পাড় শাড়ি পরে এ বারের বাজেট পেশ করেছেন তিনি। শাড়িতে রয়েছে মধুবনি শিল্পের কাজ। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা। সংসদে বিরোধীদের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নির্মলা বলেন, "সবার উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি।"

বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, 'কিসান ক্রেডিট কার্ডে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। তিন লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে তা পাঁচ লক্ষ করা হবে।' বাজেট পেশের সময় নির্মলা সীতারমন বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হবে।

আট কোটি মহিলা, এক কোটি সদ্য মা হওয়া মহিলা এবং ১৮ লক্ষ পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পের ঘোষণা করলেন নির্মলা। সরকারি সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা যুক্ত করা এবং আইআইটির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার আসন। পাশাপাশি, সমস্ত জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার সেন্টার তৈরির কথা জানালেন নির্মলা। ৩ বছরে মোট ২ হাজার ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য ৫০০ কোটির বিনিয়োগ: নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য ৫০০ কোটি বিনিয়োগের কথা বলা হয়। এআইয়ের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি হবে বলেও জানানো হয়। নির্মলা সীতারমন বলেন, ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, সরকার ১০ বছরে চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, ১.১ লক্ষ ইউজি এবং পিজি আসনের দিকেও নজর দেবে। আগামী বছর চিকিৎসা শিক্ষায় অতিরিক্ত ১০ হাজার আসন যোগ করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।

বিহারের জন্য মাখানা বোর্ড গঠিত হবে: নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিহারের জন্য মাখানা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয় এদিন। বলা হয়, মাখানা উৎপাদন আরও বাড়াতে জোর দেওয়া হবে। নির্মলা সীতারমন বলেন, বিহারের মানুষের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে। মাখানার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের উন্নতির জন্য রাজ্যে মাখানা বোর্ড গঠিত হবে। এই বোর্ড কৃষকদের সহায়তা প্রদান করবে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য কাজ করবে।

উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।

দুর্দান্ত বাজেট, প্রতিক্রিয়া রবি কিষাণের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা। বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ। তাঁর মতে, এই বাজেট দুর্দান্ত হয়েছে।

বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ বলেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং সকলের জন্য একটি দুর্দান্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে। এমন একটি দুর্দান্ত বাজেট পেশ করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জিকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

ক্যারিবিয়ানরা হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশকে

সেন্ট কিটস, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সেন্ট কিটসে শেষ টি-২০ তে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতে ক্যারিবিয়ানরা হোয়াইটওয়াশড করল বাংলাদেশকে। শনিবার ভোরে শেষ হওয়া ম্যাচে ২০ ওভারে বাংলাদেশ তুলেছিল মাত্র ১০৪ রান।

ক্যারিবিয়ানরা ম্যাচ জিতে যায় ৯ বল বাকি রেখে, ১৮.৩ ওভারে ১০৫/৫ করে। প্লেয়ার অব দা ম্যাচ হয়েছেন ক্যারিবিয়ানদের জেনেলিয়া গ্লাসগো। আর প্লেয়ার অব দা সিরিজ হয়েছেন ড্রেন্ড্রা ডটিন।

৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক, প্রবীণদের জন্য বড় ঘোষণা বাজেটে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক। বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন তিনি। লিথিয়াম ব্যাটারিতেও শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা। বাজেটে প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করেছেন নির্মলা। ষাটোর্ধদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন তিনি।

১০ বছরের মধ্যে সবথেকে দুর্বলতম বাজেট : গৌরব গগৈ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটকে হতাশাজনক আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। তাঁর মতে, ১০ বছরের মধ্যে এটি সবথেকে দুর্বলতম বাজেট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় গৌরব গগৈ বলেছেন, 'আমরা সংসদে কুম্ভে পদপিষ্ট

রবিবার সৈয়দ আবদুস সামাদের মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সৈয়দ আবদুস সামাদ উপমহাদেশের ফুটবল ইতিহাসের এই কিংবদন্তি, যিনি 'ফুটবলের জাদুকর' হিসেবে পরিচিত। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের ভুরী গ্রামে ১৮৯৫ সালের ৬ ডিসেম্বর। ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই ফুটবল জাদুকরের মৃত্যু হয়।

১৯১৫ থেকে ১৯৩৮ সাল মাত্র ২৩ বছর ছিল সামাদের খেলোয়াড়ি জীবন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতার মেইন টাউন ক্লাবে এবং ১৯৩৩ সালে মহামেডানে যোগদান করেন। সে সময় মহামেডান পরপর ৫ বার আইএফএ শিল্ড ও লিগ জয় করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর প্রদর্শন করে ফুটবল জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

জাদুকর সামাদের কালজয়ী ফুটবল প্রতিভা ও নেতৃত্বগুণ তৎকালীন সর্বভারতীয় ফুটবল দলকে গ্রেট ব্রিটেনের মতো বিশ্বসেরা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় জয় এনে দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে সামাদ ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৬ অধিনায়ক হন। তিনি সে সময় ভারতের হয়ে বার্মা (মিয়ানমার), সিলোন (শ্রীলঙ্কা), সুমাত্রা-জাভা-বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া), মালয় (মালয়েশিয়া), সিঙ্গাপুর,হংকং, চিন ও ইংল্যান্ড সফর করেন। চিনের বিপক্ষে একটি ম্যাচে ভারত ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পরও তাঁর দেওয়া ৪টি গোলে ৪-৩ গোলে অবিস্মরণীয় এক জয় পেয়েছিল। ১৯৩৩ সালে সামাদের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় দল গ্রেট ব্রিটেনকে ৪-১ গোলে এবং শক্তিশালী ইউরোপীয় টিমকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছিল। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে জীবনের শেষ খেলা খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের সার্ভিসেস একাদশের বিরুদ্ধে। তাঁর খেলা দেখে স্কটিশ এক ফুটবলবোদ্ধার মন্তব্য ছিল, 'সামাদ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করলে সে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃতি পেত।'

সামাদের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখে ইংল্যান্ডের তৎকালীন সেরা লেফট আউট কম্পটন চমকে উঠেছিলেন, 'ধারণা ছিল না এমন খেলোয়াড় এ দেশে দেখতে পাব।' ইংল্যান্ডের কৃতী ফুটবলার এলেক হোসি একবার বলেছিলেন, 'বিশ্বমানের যে কোনও ফুটবল দলে খেলার যোগ্যতা সামাদের রয়েছে।' এই মন্তব্য থেকেই সামাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

খেলার মাঠে প্রতিনিয়ত অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিতেন সামাদ। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল একবার ইন্দোনেশিয়ায়। সর্বভারতীয় ফুটবল দল গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। খেলা চলাকালে ইন্দোনেশিয়ার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোলপোস্ট লক্ষ্য করে তীব্র শট করলেন সামাদ। বল গোলপোস্টের ক্রসবারে লেগে ফিরে এলো মাঠে। বিস্মিত হলেন তিনি। গোল হল না কেন? কিছুক্ষণ পর আবারও সামাদের তীব্র শটের বল ইন্দোনেশিয়ার গোলপোস্টের ক্রসবারে লেগে ফিরে এলো। এবার সামাদ রেফারিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, 'গোলপোস্টের উচ্চতা কম আছে। তা না হলে, আমার দুটো শটেই গোল হতো' ফিতা দিয়ে মেপে দেখা গেল সত্যিই গোলপোস্টের উচ্চতা স্ট্যান্ডার্ড মাপের চেয়ে ৪ ইঞ্চি কম রয়েছে।

'বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের কথা, এক দিন বিকালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের বিপরীত দিকের ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন প্রায় ৬ ফুট লম্বা একজন লোক। হঠাৎ তাঁর পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন স্বয়ং তৎকালীন বাংলার গভর্নর এবং তাঁর কন্যা। গভর্নর সোজা এগিয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় গভর্নরের সঙ্গী-সাথীদের সবাই হতভম্ব। লম্বা লোকটির হাত ধরে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর, নিজের কন্যাকে ডেকে বললেন, 'এসো, ফুটবলের জাদুকরের সঙ্গে পরিচিত হও' কথিত আছে, ফুটবল জাদুকর সামাদের সোনার মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিনা চিকিৎসায় ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই ফুটবলের জাদুকরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার প্রাপ্য মর্যাদা আমি পেলাম না। আমি ধুঁকে ধুঁকে মরে যাব সেটাই ভালো। কারওর করুণা এবং অনুগ্রহের প্রত্যাশী আমি নই।'

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামে ফের হ্রাস, স্বস্তি পেলেন রেস্তরাঁ ও হোটেলের মালিকেরা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের দাম কমলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হ্রাস করেছে তেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি। ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৭ টাকা কমানো হয়েছে, নতুন মূল্য শনিবার থেকেই কার্যকর হয়েছে।

দাম কমার পর রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এখন নতুন মূল্য ১,৭৯৮ টাকা। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা, মুম্বই-সহ দেশের সর্বত্রই কমেছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। এই দাম কমার ফলে স্বস্তি পেলেন রেস্তরাঁ ও হোটেলের মালিকেরা।

নির্মলাকে মিষ্টি মুখ করালেন রাষ্ট্রপতি, ট্যাব নিয়ে পৌঁছলেন সংসদে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। দই ও চিনি দিয়ে নির্মলাকে মিষ্টি মুখ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। শনিবার সকালে নিজ বাসভবন থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথম নর্থ ব্লকে অর্থ মন্ত্রকে যান নির্মলা সীতারমন।

সেখান থেকে পৌঁছে যান রাষ্ট্রপতি ভবনে। প্রথা অনুযায়ী দেখা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী-সহ অর্থ মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা। চিরাচরিত বই-খাতার পরিবর্ত হিসাবে এবারও নির্মলার হাতে ছিল ট্যাব। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মধুবনী শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত দুলারি দেবীর দক্ষতার প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে এদিন শাড়ি পরেন। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে নির্মলা পৌঁছে যান সংসদে। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাজেট অনুমোদন করা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাতের ভ্রূকুটি, একই পূর্বাভাস হিমাচলেও

শ্রীনগর, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে। দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কিছু দিন তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত প্রত্যাশিত।

জম্মু ও কাশ্মীরে শীতকালীন সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আসন্ন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত হতে পারে। এই সময়ে পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে রাস্তা।

একইভাবে হিমাচল প্রদেশেও আগামী কিছু দিন বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কিছু দিন হিমাচলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা কমতেও পারে।

লঙ্কামুড়ার কৃষক অমর চাঁদ সরকারের স্বনির্ভরতার কাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি বিক্রি করে স্বনির্ভর হয়েছেন লঙ্কামুরা এলাকার কৃষক অমর চাঁদ সরকার। প্রায় দশ বছর ধরে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ ভেজিটেবল উৎপাদন করছেন তিনি।তিনি জানান, লেটুস পাতা ত্রিপুরায় তিনিই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে শুরু করেছিলেন। এছাড়াও বর্তমানে তিনি চেরি টমেটো উৎপাদন করে ভালো আয় করছেন।অমর চাঁদ বলেন, দীর্ঘ বছর ধরে তিনি বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে ফলন পদ্ধতিগুলো বুঝে নিয়েছেন। এবছর তাঁর চাষ করা একটি গাছও নষ্ট হয়নি।ইংলিশ ভেজিটেবল উৎপাদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিন রঙের ফুলকপি চাষ করা হচ্ছে। অনেক পরিশ্রম করতে হয় এই কষ্টদায়ক ফলনগুলি চাষ করতে গিয়ে। বৃষ্টির মরশুমে উন্নত মানের বাঁধাকপি ও বিক্রি করে থাকেন তিনি। এছাড়াও উন্নত মানের বেগুন, বাঁধাকপি, টমেটো সহ বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করে বিক্রি করেন তিনি। এই বিষয়টি অন্যান্য কৃষকদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে। অমর চাঁদ সরকারের পরিশ্রম ও সাফল্যের কাহিনী থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

৪৭.৬ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

এমএসএমইগুলির জন্য সহায়তা: উচ্চতর বিনিয়োগ এবং টার্নওভার সীমা সক্ষম করার জন্য সংশোধিত এমএসএমই শ্রেণিবিন্যাস এবং ২০ কোটি পর্যন্ত রফতানিকারক এমএসএমইগুলির জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি কভার। ম্যানুফ্যাকচারিং ও স্বচ্ছ প্রযুক্তি: সৌর পিভি, বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যাটারি, বায়ু টারবাইন এবং উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন পরিকাঠামোর জন্য সরকারি সহায়তা এই অঞ্চলে স্বচ্ছ বিদ্যুৎ এবং শিল্প বিকাশকে উৎসাহিত করবে। নারী ক্ষমতায়ন - সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০ প্রকল্প উপকৃত করবে। সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০ কর্মসূচি সারা দেশে ৮ কোটিরও বেশি শিশু, ১ কোটি গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২০ লক্ষ কিশোরীকে পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা। উত্তর পূর্বে পর্যটন উন্নয়ন হবে। যেমন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিটগুলিতে বিশেষ নজর প্রদান। এর জন্য রাজ্যগুলিকে পারফরম্যান্স-সংযুক্ত প্রণোদনা:

১- গন্তব্য ব্যবস্থাপনা২- পর্যটন সুবিধা ও যোগাযোগ

গ) স্থানীয় পর্যটন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য মুদ্রা ঋণ প্রদান।

এই বাজেটে গবেষণা, উদ্ভাবন ও ডিজিটাল উন্নয়ন

ক) পিএম রিসার্চ ফেলোশিপ প্রকল্পে উন্নত প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য আইআইটি এবং আইআইএসসি-তে ১০ হাজার ফেলোশিপ প্রদান।

২- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জন্য সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা। ভারতট্রেডনেট - ডিজিটাল বাণিজ্য পরিকাঠামো: উত্তর পূর্বাঞ্চলে এমএসএমইগুলিকে বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে সংহত করতে সহায়তা প্রদান।. বাণিজ্য ডকুমেন্টেশন এবং রপ্তানি সহজতর করার জন্য অর্থায়ন সমাধান।

ন্যাশনাল জিওস্প্যাটিয়াল মিশন: ভূ-স্থানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও পরিকাঠামো পরিকল্পনার আধুনিকীকরণ। নগর পরিকল্পনা এবং এনইআর-এ গ্রামীণ সংযোগের জন্য সম্ভাব্য সুবিধা।উত্তর পূর্বে সহায়তাকারী নীতি ও আর্থিক সংস্কার: বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে - যা বিমা কভারেজ এবং এনইআর-এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে।খ) স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গ্রামীণ ঋণদানের জন্য "গ্রামীণ ক্রেডিট স্কোর" — গ্রামীণ ঋণ রেটিং কাঠামো গড়ে তোলা, এনইআর-এর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য ক্ষুদ্রঋণের প্রবেশাধিকার বাড়ানো।রাজ্যগুলির বিনিয়োগ ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্স : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ক্রমতালিকায় উপকৃত হবে এবং নীতিগত উন্নতি হবে।জন বিশ্বাস বিল ২.০ — নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ডিক্রিমিনালাইজেশন, এনইআর-এ সহজে ব্যবসা করার জন্য উৎসাহিত করা।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সাথে দৃঢ় সমন্বয় বজায় রেখে বিএসএফ প্রায় ৮০টি স্থানে একযোগে টহল পরিচালনা করেছে এবং বিভিন্ন স্তরে একাধিক সীমান্ত সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করেছে।

এছাড়াও, বিএসএফ ব্যাটালিয়নগুলি সীমান্তের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন সমাধানের জন্য সীমান্ত এলাকায় ৪০ টিরও বেশি গ্রাম সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করেছে। এমনকি,বিএসএফ জওয়ানরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। প্রায় ৬০ একর জমিতে অবৈধভাবে চাষ করা ১ লাখেরও বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। বিএসএফ শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সীমান্তে উচ্চ স্তরের সতর্কতা বজায় রাখতেই নয়, "মাদকমুক্ত সমাজ"-এর স্বপ্নেও অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিজেপি, মোদী যোগীকে কটাক্ষ জয়প্রকাশের পাল্টা তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হিন্দু ধর্মের প্রশংসা করেও বিজেপি, মোদী, যোগীকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল রাজ্য সহসভাপতি তথা বিজেপি-র প্রাক্তন নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে পাল্টা তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু এক্সবার্তায় শনিবার লিখেছেন, "হিন্দু ধর্মের চোখে শুধু দুরকম হিন্দু আছে। যারা পয়সা খরচ করে লাথি খেয়ে কচুবনে পড়ে যায় ; এবং যারা তা পড়ে না।"

এর আগে জয়প্রকাশবাবু এক্সবার্তায় লিখেছিলেন, "হিন্দু ধর্ম কখনো গরিব - বড়লোককে আলাদা চোখে দেখেনা। এই পার্থক্য করে বিজেপি, মোদি, যোগী।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তৈরি হয়েছে নতুন অবতারে।"

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকবছর আগে করিমপুর বিধানসভা উপ নির্বাচনে বিজেপি-র প্রার্থী ছিলেন জয়প্রকাশ। ভোট কেমন হচ্ছে সরেজমিনে দেখতে বেরিয়েছিলেন তিনি। আচমকা হইচই, গন্ডগোল। বেমক্কা একটা লাথির জেরে জয়প্রকাশ ছিটকে পড়লেন কচুবনে। বিষয়টিকে এই বার্তায় স্মরণ করেছেন তথাগতবাবু।

রেলের জমি দখলমুক্ত করার প্রকাশ্য বিরোধিতায় রাজনৈতিক দলগুলো

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জবরদখল হঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল-কর্তৃপক্ষ। দখলকারীরা সরতে নারাজ। রাজনৈতিক দলগুলো দখলকারীদের পাশে। শনিবার তাঁদের মধ্যে দফার দফায় কথা হয় স্থানীয় স্তরে।

ঘটনাস্থল খড়্গাপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচপীর এলাকার বস্তিতে। সেখানে প্রায় ৮০০ পরিবারের বাস রয়েছে। অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে বৃহস্পতিবার বিকেলে রেল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়েছে। জানিয়েছে, নির্দেশ না মানলে উচ্ছেদ করা হবে। রেল কর্তৃপক্ষের এই আচরণে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, তাতেই 'ইন্ধন' যোগাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। কারণ, ভোট বড় বালাই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বাজেটে মধ্যবিত্তের পকেট ভরাতে জোর

● প্রথম পাতার পর

চালু করার কথাও ঘোষণা করেন। এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদী ঋণ পাওয়া যাবে।

সীতারমণ ঘোষণা করেছেন যে, সরকার একটি নতুন স্কিম বাস্তবায়ন করবে, যার লক্ষ্য ভারতের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক বাজারে "মেড ইন ইন্ডিয়া" ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় শিল্প নিয়ে একটি জাতীয় উৎপাদন মিশন চালু করার কথাও ঘোষণা করেছেন।

বিনিয়োগকে তৃতীয় শক্তি-ইঞ্জিন হিসেবে চিহ্নিত করে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনগণ, অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের মধ্যে বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে সরকারি স্কুলগুলোতে ৫০,০০০টি অটল টিংকারিং ল্যাব তৈরি করা হবে।

সীতারমণ ঘোষণা করেছেন যে, 'ভারতনেট প্রকল্পে'র আওতায় গ্রামীণ এলাকার সমস্ত সরকারি মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেছেন, ভারতীয় ভাষা পুস্তক স্কিম বাস্তবায়ন করা হবে, যার মাধ্যমে স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষার ডিজিটাল মাধ্যমের বই প্রদান করা হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পাঁচটি "ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিলিং" গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন, যেখানে বৈশ্বিক দক্ষতা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমাদের যুব অংশকে "মেক ফর ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা হবে।

তাছাড়া, শিক্ষার জন্য একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকবে। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সরকার গিগ কর্মীদের জন্য পরিচয় পত্র, ই-শ্রম পোর্টালে তাদের নিবন্ধন এবং প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে।

অর্থনীতিতে বিনিয়োগের আওতায় শ্রীমতী সীতারমণ বলেছেন যে, পরিকাঠামো সম্পর্কিত মন্ত্রকগুলো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে তিন বছরের প্রকল্পের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, রাজ্যগুলোর মূলধন ব্যয়ের জন্য ৫০ বছরের সুদমুক্ত ঋণের জন্য ১.৫ লাখ কোটি টাকার বরাদ্দ এবং সংস্কারের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। তিনি দ্বিতীয় অ্যাসেট মনিটাইজেশন পরিকল্পনা ২০২৫-৩০ ঘোষণা করেছেন, যার মাধ্যমে নতুন প্রকল্পগুলোর জন্য ১০ লাখ কোটি টাকার মূলধন পুনর্বিনিয়োগ করা হবে।

'জল জীবন মিশন' ২০২৮ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে, যার মূল লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় নলবাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং এর কাজকর্ম ও রক্ষণাবেক্ষণ "জন-অংশীদারিত্বের" মাধ্যমে উন্নত করা। সরকার 'উন্নয়নকেন্দ্রিক নগরী', 'সৃজনশীল নগর পুনর্গঠন' এবং 'জল ও স্যানিটেশন' সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১ লাখ কোটি টাকার 'নগর চ্যালেঞ্জ তহবিল' গঠন করবে। উদ্ভাবনে বিনিয়োগের আওতায়, সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রের পরিচালিত গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন উদ্যোগের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। অর্থমন্ত্রী জাতীয় জিওস্পেশিয়াল মিশনের প্রস্তাব করেছেন, যা মূলভিত্তিক জিওস্পেশিয়াল পরিকাঠামো এবং ডেটা তৈরি করবে, যা শহর পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

বাজেটে 'জ্ঞাণ ভারতম মিশন'র প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের সঙ্গে মিলে ১ কোটিরও বেশি পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা, দলিলবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের কাজ করা হবে। একটি জাতীয় ডিজিটাল রেপোজিটরি তৈরি করা হবে, যা ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ রফতানিকে প্রবৃদ্ধির চতুর্থ শক্তি-ইঞ্জিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রক, এমএসএমই মন্ত্রক এবং অর্থমন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে 'রফতানি প্রচার মিশন' চালু করা হবে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো 'ভারত ট্রেড নেট' (বিটিএন) চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র ও অর্থায়নের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির সংযুক্তি নিশ্চিত করতে সরকার সহায়তা দেবে। পাশাপাশি, ইন্ডাস্ট্রি-৪.০'র সুযোগ কাজে লাগাতে দেশীয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম শিল্পের বিকাশে সরকার সহায়তা করবে। উদীয়মান দ্বিতীয় সারির শহরগুলিতে 'গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীয় কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার বিমানবন্দরগুলিতে পণ্য পরিবহন পরিকাঠামো ও গুদামজাতকরণের উন্নয়ন করবে, যেখানে উচ্চ মূল্যের ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া উদ্যানজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

সংস্কারকে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, গত ১০ বছরে সরকার করদাতাদের সুবিধার জন্য একাধিক সংস্কার কার্যকর করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ফেসলেস বা অদৃশ্যভাবে কর মূল্যায়ন, করদাতা সনদ, দ্রুত রিটার্ন প্রসেসিং, প্রায় ৯৯ শতাংশ স্ব-মূল্যায়িত রিটার্ন এবং 'বিবাদ সে বিশ্বাস' প্রকল্প। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় তিনি কর দফতরের প্রতিশ্রুতি'আগে বিশ্বাস, পরে যাচাই'এর পুনর্ব্যক্ত করেন।

'সহজে ব্যবসা করার সুযোগ' (ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস) নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। অর্থমন্ত্রী ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের নানা পরিসরে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন, যাতে নিয়মকানুন মেনে চলা সহজ হয়, সেবার পরিধি বাড়ে, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে ওঠে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় এবং পুরনো অপ্রয়োজনীয় আইনগুলোর অপরাধমূলক দিক বাতিল করা যায়। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, ভারতের বিমা খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সীমা ৭৪ু থেকে বাড়িয়ে ১০০ু করা হবেউ তবে শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে তাদের সমস্ত প্রিমিয়াম ভারতেই বিনিয়োগ করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ একটি 'লাইট-টাচ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক' অর্থাৎ সহজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নীতি-কাঠামোর প্রস্তাব দিয়েছেন, যা বিশ্বাস ও নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হবে, যাতে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। একবিংশ শতকের জন্য আধুনিক, নমনীয়, জন-বান্ধব ও আস্থা-ভিত্তিক এই কাঠামো গড়ে তুলতে চারটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন নিয়ন্ত্রণ সংস্কারের জন্য উচ্চস্তরীয় কমিটি: আর্থিক খাতের বাইরের বিভিন্ন বিধি-বিধান, সার্টিফিকেশন, লাইসেন্স ও অনুমোদন পর্যালোচনা করা। আস্থা-ভিত্তিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা জোরদার করা এবং বিশেষত পরিদর্শন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে 'সহজে ব্যবসা করার সুযোগ' আরও উন্নত করা। এক বছরের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করা। রাজ্য সরকারগুলোকে এতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা।

রাজ্যগুলোর বিনিয়োগ-সহায়ক সূচক: প্রতিযোগিতামূলক ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উৎসাহিত করতে ২০২৫ সালে রাজ্যগুলোর বিনিয়োগ-সহায়ক সূচক চালু করা হবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন পরিষদের (এফএসডিসি) আওতায় নতুন ব্যবস্থা: বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান ও সহায়ক নির্দেশনাগুলোর প্রভাব মূল্যায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর্থিক খাতের বিকাশের জন্য এগুলোকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার কাঠামো প্রণয়ন করা। জন বিশ্বাস বিল ২.০: বিভিন্ন আইনের ১০০টিরও বেশি ধারাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য না করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে ব্যবসার পরিবেশ আরও অনুকূল হয়।আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত পথ গ্রহণ বা রাজস্ব ঘাটতি সংযমের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়েছেন যে, সরকার প্রতি বছর ঘাটতিকে এমন মাত্রায় রাখার চেষ্টা করছে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের পরিমাণ মোট জিডিপির তুলনায় ক্রমশ হ্রাস পায়। আগামী ছয় বছরের জন্য এই নীতির বিশদ রূপরেখা এফআরবিএম বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমান অনুযায়ী রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৪.৮ু এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমান অনুযায়ী এটি ৪.৪ু নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমান অনুযায়ী ঋণ ছাড়া মোট রাজস্ব আদায় হবে ৩১.৪৭ লাখ কোটি টাকা, যার মধ্যে নেট কর আদায়ের পরিমাণ ২৫.৫৭ লাখ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৭.১৬ লাখ কোটি টাকা, যার মধ্যে মূলধনী ব্যয় প্রায় ১০.১৮ লাখ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ঋণ ছাড়া মোট রাজস্ব আদায় ৩৪.৯৬ লাখ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০.৬৫ লাখ কোটি টাকা। এছাড়া, নেট কর আদায়ের পরিমাণ ২৮.৩৭ লাখ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে। দেশ গঠনে মধ্যবিত্তের উপর আস্থা স্থাপন করে, ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যক্তিগত ও বেতনভোগী আয়করদাতাদের জন্য কর প্রস্তাবে বলা হয়েছে- বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত আয়কর দিতে হবে না। সাথে বেতনভোগী আয়করদাতাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এর রেহাই থাকছে ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া, এর অতিরিক্ত কর যোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে যে কর প্রদানের কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তা এইরকম: বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য কোনো কর লাগবে না। ৪থেকে ৮লক্ষ টাকা আয়ের ব্যক্তিদের জন্য ৫শতাংশ কর দিতে হবে। ৮থেকে ১২ লক্ষ টাকার স্ল্যাবের জন্য ১০ শতাংশ কর দিতে হবে। ১২ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত ১৫ শতাংশ, ১৬ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। ২০ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা উপার্জনকারীদের জন্য ২৫শতাংশ এবং ২৪ লক্ষ টাকার উপরে আয়ের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ করের প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি জোর দিয় বলেন যে নতুন কাঠামোটি মধ্যবিত্তের কর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে এবং তাদের হাতে আরও অর্থ আসবে, পরিবারের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে বাড়িয়ে তুলবে। এই প্রস্তাবগুলির ফলে, সরকারের প্রত্যক্ষ করের প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ করের ২৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব কম হবে।

বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী সীতারমণ বলেছেন যে, এবারের বাজেটে বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং মধ্যবিত্তের ব্যয় ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায়, সরকার জনগণের প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরাসরি কর প্রস্তাবগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আয়কর সংস্কারের সাথে মধ্যবিত্তের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, টিডিএস/টিসিএস রেশনালাইজেশন, স্বেচ্ছায় সম্মতি দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ, সম্মতির বাধ্যবাধকতা কমানো, ব্যবসা করার সুবিধা এবং কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

স্বেচ্ছায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করদাতাদের তাদের আয়কর রিটার্ন আপডেট বা সংশোধন করার জন্য উৎসাহিত করায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য, বাজেট পরবর্তী আপডেটেড রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করে বর্তমানের দুই বছরের পরিবর্তে চার বছর করা হয়েছে। ৯০ লক্ষের বেশি করদাতা তাদের আয়ের তথ্য আপডেট করার জন্য অতিরিক্ত কর পরিশোধ করেছেন। ছোট দাতব্য ট্রাস্ট/প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিবন্ধনের সময়সীমা ৫ বছর থেকে ১০ বছর বৃদ্ধি করে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মতি দেওয়ার বোঝা কমানো যায়। এছাড়াও, করদাতারা এখন কোনো শর্ত ছাড়াই দুইটি 'নিজস্ব ব্যবহারের' সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যকে শূন্য হিসেবে দাবি করতে পারবেন। গত বাজেটের 'বিবাদ সে বিশ্বাস' স্কিমটি ভালো সাড়া পেয়েছে, প্রায় ৩৩,০০০ করদাতা এই স্কিমের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করেছেন। বয়স্ক এবং অতিবয়স্ক নাগরিকদের জন্য সুবিধা প্রদান করে ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট অথবা তার পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রে তা করমুক্ত রাখা হয়েছে। এনপিএস বাৎসল্য অ্যাকাউন্টের জন্যও একই ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।

বাণিজ্য সহজতার জন্য, বাজেট আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য তিন বছরের ব্লক পিরিয়ডের আর্মস লেংথ প্রাইস নির্ধারণের একটি স্কিম প্রবর্তন করেছে। এটি বৈশ্বিক সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক করের ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সেলফ হারবার বিধিগুলি সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের প্রচারের জন্য একটি অনুমানযোগ্য কর ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছে, যারা এমন কোনো কোম্পানিকে সেবা প্রদান করেন যা ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন সুবিধা স্থাপন বা পরিচালনা করছে। এছাড়াও, বিদ্যমান "টনেজ ট্যাক্স স্কিমে"র সুবিধা অভ্যন্তরীণ ভেসেলগুলোর জন্য সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্টার্ট-আপ পরিবেশ উন্নীত করতে, প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানো হয়েছে। পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ প্রচারের জন্য, সোভেরেন ওয়েলথ ফান্ডস বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত তহবিল এবং পেনশন ফান্ডে বিনিয়োগের তারিখ পাঁচ বছর বাড়িয়ে ৩১ মার্চ ২০৩০ পর্যন্ত করা হয়েছে।

শিল্পজাত পণ্যের কাস্টমস শুল্ককে সঙ্গতিপূর্ণ করার অংশ হিসেবে, বাজেট প্রস্তাব করেছে সাতটি শুল্কের হার বা নিয়ম বাতিল করা, কার্যকর শুল্কের পরিমাণ বজায় রাখতে উপযুক্ত সেস প্রযোজ্য করা এবং একটির বেশি সেস বা সারচার্জ আরোপ না করা।

ওষুধ আমদানিতে সঙ্কট প্রশমনে, ক্যান্সার, বিরল রোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনরক্ষাকারী ওষুধকে পূর্ণরূপে বেসিক কাস্টমস ডিউটি (বিসিডি) থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আরও ৩৭টি ওষুধ এবং ১৩টি নতুন ওষুধ, যা রোগীদের সহায়তা কর্মসূচির আওতায় সরবরাহ করা হয়, সেগুলো রোগীদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হলে, সেগুলোকেও বেসিক কাস্টমস ডিউটি থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

ঘরোয়া উৎপাদন এবং মূল্য সংযোজনকে সহায়তা করতে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ওপর বেসিক কাস্টমস ডিউটি (বিসিডি) মুকুব করা হয়েছিল, যেগুলো দেশীয়ভাবে পাওয়া যেত না। বাজেট ২০২৫-২৬ এর অধীনে, কোবাল্ট পাউডার, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির বর্জ্য, স্ক্র্যাপ, সীসা, জিংক এবং আরও ১২টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে পূর্ণরূপে বিসিডি থেকে মুক্ত করা হয়েছে। দেশীয় টেক্সটাইল উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে, দুটি নতুন ধরনের শাটল-লেস লুমসকে পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার সংশোধন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে সহায়তা করতে, ইন্টারঅ্যাকটিভ ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে (আইপিএফডি) এর ওপর বেসিক কাস্টমস ডিউটি ২০ু বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ওপেন সেলসের ওপর এটি ৫ু কমানো হয়েছে। আরও, ওপেন সেলস উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য ওপেন সেলসের যন্ত্রাংশগুলোর ওপর বিসিডি মুকুব করা হয়েছে।দেশে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, ইভি ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য ৩৫টি অতিরিক্ত পুঁজির যন্ত্রপাতি এবং মোবাইল ফোন ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য ২৮টি অতিরিক্ত পুঁজির যন্ত্রপাতি কাস্টমস থেকে মুক্তির তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬-এ জাহাজ বা অন্য সমুদ্র-যান নির্মাণের কাঁচামাল, উপকরণ, ব্যবহারযোগ্য বস্তু বা যন্ত্রাংশের ওপর বিসিডি মুকুবের সুবিধা ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে। রফতানি বৃদ্ধির জন্য, বাজেট ২০২৫-২৬ —এ হস্তশিল্পের রফতানির সুবিধার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ওয়েট-ব্লু চামড়ার ওপর বেসিক কাস্টমস ডিউটি বিসিডি সম্পূর্ণভাবে মুকুব করা হয়েছে, যাতে মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থান বাড়ানো যায়।কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেছেন যে, গণতন্ত্র, জনসংখ্যা এবং চাহিদা হলো 'বিকশিত ভারত' অভিযানের মূল স্তম্ভ। তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতের উন্নতির মূল শক্তি, এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার বিভিন্ন সময়ে "নির্বাচিত কর মুক্ত" স্ল্যাব বৃদ্ধি করেছে। মন্ত্রী বলেন, নতুন কর কাঠামোটি মধ্যবিত্তের হাতে আরও বেশি অর্থ পৌঁছে দিয়ে খরচ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

ছোট মেয়ের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের মর্গে নিয়ে যায়।

কিন্তু কি কারণে মাসুম আলম আত্মঘাতী হয়েছে, সেই বিষয়ে পরিষ্কার বলতে পারেনি পরিবারের মানুষ। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

শপিং মলের কর্মীরা এসি থেকে ধোঁয়া বের হওয়ার দৃশ্য দেখতে পান। সাথে সাথে গোটা শপিংমলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন। দমকলকর্মীর দাবি, এসি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। বড়সড় অগ্নিসংযোগের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা হলো গোটা এলাকা।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীসহ জরুরী কালীন সুযোগ-সুবিধা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাঘাটের সমস্যা ছাড়াও ওই এলাকায় পানীয় জলের সংকট শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘাটতি সহ অন্যান্য বিষয় তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ।

মালিক

● প্রথম পাতার পর

দোকানের মালিকের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে রাহুল। তাকে অন্যান্য কর্মীদের সামনে পেটানোও হয়েছিল। কিন্তু কি কারণে তাকে পেটানো হয়েছিল এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। এমনকি ওই ঘটনার পর দোকান মালিক পলাতক। তাঁর ধারণা, অভিমানের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ছেলে।

নেই ঃ আশিষ

● প্রথম পাতার পর

অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছিল কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরে গ্যাস ভিত্তিক কোনো শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু আসামে নতুন ইউরিয়া প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেছে।। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা থেকে তিনজন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গ্যাস ভিত্তিক শিল্পের মাধ্যমে রাজ্যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দ্বার খুলে যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দেয়নি।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

সেখানে যে সঠিক কাজ করবে তাকেই দায়িত্ব দেয়া হবে নতুন পুরাতন বলে কিছু থাকবে না।

পাশাপাশি তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া এবং বর্তমান বিজেপি মন্ত্রিসভার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রসঙ্গেও টিপ্পনী করে বলেন, পদের লোভে বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির কারণে যারা এই দলটাতে ছিলেন তাদের এই দলটাতে না থাকাটা দলের জন্যই শুভ। বিধায়ক বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং তিনি নিজেও একটা সময় বিজেপি দলে ছিলেন কিন্তু সেখান থেকে চলে এসেছেন একটা কারণেই যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা যায় না কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থেই প্রধান্য পায় সেই রকম ক্ষমতা তারা চান না। তাই আগামী দিনে দলকে মজবুত করতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায় কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঘরে বসে থাকলে হবে না, বুথ স্তরে গিয়ে প্রতিটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করতে হবে।

এদিনের কনভেনশনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহাও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমালোচনায় সড়ব হন। পাশাপাশি অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী, যুব কংগ্রেসসহ অন্যান্য শাখা সংগঠনের প্রদেশ নেতৃত্বরা। কনভেনশনের সভাপতি তো করেন প্রদেশ মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন। এদিন কনভেনশন শেষে সোনামুড়া শহরে এক রেলি সংঘটিত করা হয়। রেলিতে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃত্বরা।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

একটি বাজেট যা প্রতিটি ভারতীয়ের স্বপ্ন পূরণ করে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সংস্কারের দিক থেকে এই বাজেটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পারমাণবিক শক্তিতে বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করা ঐতিহাসিক। এটি দেশের উন্নয়নে বেসামরিক পারমাণবিক শক্তির একটি বড় অবদান নিশ্চিত করবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'দেশের এসসি, এসটি এবং মহিলারা যারা নতুন উদ্যোক্তা হতে চান, তাদের জন্য গ্যারান্টি ছাড়াই ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বাজেটে বছরে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। সব আয় গোষ্ঠীর জন্য কর কমানো হয়েছে। এটি আমাদের মধ্যবিত্তদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।' মোদী বলেছেন, 'সাধারণত বাজেটে সরকারের কোষাগার কিভাবে ভরা হবে সেদিকেই নজর থাকে, কিন্তু এই বাজেট সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বাজেট কীভাবে দেশের নাগরিকদের পকেট ভরবে, কীভাবে দেশের নাগরিকদের সঞ্চয় বাড়বে এবং কীভাবে দেশের নাগরিকরা উন্নয়নের অংশীদার হবে।

বাড়তি চাপ ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

আমজনতার উপরে বাজেটের মাধ্যমে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছেন। এই বাজেটে উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণ প্রথা আরও তেজি রূপ নিয়েছে। এদিন তিনি বলেন, দেশের খনিজ পর্দাথগুলোকে বেসরকারি কোম্পানিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিগত ১১টি বাজেটে একচেটিয়া পুঁজিকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য ব্যাহত রয়েছে।

এদিম তিনি আরও বলেন, ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে বিভিন্ন স্কিমে প্রায় ১লক্ষ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে। তেমনি, এবারের বাজেটেও মিথ্যে তথয় দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, আদিবাসীদের জন্য গত অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় এবছর এসসিদের জনঢ় ২৭ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে এবং এসটিদের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে।

অদ্বিতীয় ঃ ডা. মানিক

● প্রথম পাতার পর

মূলত উন্নয়নের কথা মাথায় রাখা হয়েছে। এই জনকল্যানমুখী বাজেট পেশ করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, এই বাজেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের বিকাশে মাইক্রো ক্রেডিট কার্ডে ঋণের সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্মলস্কেলে রফতানি বাড়ানোর টার্গেট, অসমে নতুন সার কারখানার সহ পূর্বাঞ্চলে আরও ৩ কেন্দ্রের ঘোষণা এই শিল্প পরিধির বিকাশে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্টার্টআপ তহবিলে আরও অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুযোগের ফলে যুব উদ্যোগীদের সুযোগ বাড়বে।

রাজনাথ

● প্রথম পাতার পর

রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, '২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জন্য ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৮.৫ শতাংশ বেশি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকিকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার এবং এর জন্যও ২০২৫-২৬ সালে ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকার মূলধন বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আমাদের বাহিনীর সক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলবে।

ভারতসাম্যপূর্ণ ঃ নাড্ডা

● প্রথম পাতার পর

তরান্বিত করবে।'জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নির্মলা সীতারমনজিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, এমন একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্ত বাজেটের জন্য, যা প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিবেদিত। দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে বড় স্বস্তি দেওয়ার সময়, কর ছাড় বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই বাজেটে তরুণদের দক্ষতা, কৃষিতে বিনিয়োগ এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।'

হিমন্ত

● প্রথম পাতার পর

এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাগিরোডে অর্ধপরিবাহী প্রকল্পের পর অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এটা একটি সর্ববৃহৎ উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা কেবল সারের উপলব্ধতায় স্বাবলম্বীতা হওয়াই নয়, আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস-সম্পদের পরিমাণ সদ্ব্যবহারেও সহায়ক হবে।'

'অসমবাসীর হয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।' বলেন মুখ্যমন্ত্রীধ হিমন্তবিশ্ব শর্মা

জনমুখী ঃ সাংসদ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

আয়ের নাগরিকদের উন্নত জীবন যাত্রার পাশাপাশি সমাজের সকল অংশের মানুষের আকাঙ্খার প্রতিফলন ন যা তাঁদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পাশাপাশি বিকশিত ভারতের সংকল্পে আরও গতি আনবে ন গরিব, যুবক, কৃষক ও মহিলা ক্ষমতায়নের এক বাস্তবিক রূপরেখা ।

তাঁর কথায়, বিগত দশ বছরে সমগ্র বিশ্ব একটি নতুন এবং শক্তিশালী ভারত দেখেছে। এই বাজেট থেকেস্পষ্ট যে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে তাঁর ভূমিকা আরও শক্তিশালী করে তুলবে। বার্ষিক ১২ লাখ টাকা রোজগারের ট্যাক্সে ছাড়, কর কাঠামোর সরলিকরণে আগামী সপ্তাহে সংসদে সংশোধনী বিল, টিডিএসেপ্রবীনদেরস্বস্তি। এতেস্বস্তিপাবে মধ্যবিত্ত সহ নিম্নমধ্যবিত্তরাও ন বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগে সরলিকরণ ন মহিলা ক্ষমতায়নে বিশেষ উদ্যোগ, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করবে ।তাছাড়া, কৃষি, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, গুণ্ডগুণ্ড, গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নতি এবং উদ্ভাবনের ফলে বহু নয়া দ্বার উন্মোচিত হবে ন পর্যটনে উৎসাহ দিতে নতুন প্যাকেজ, ৫০টি পর্যটনকেন্দ্রকে ঢেলে সাজানোর ফলে পর্যটকদের পাশাপাশি বাড়বে অর্থনীতি ন রপ্তানি বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ, ৩৬টি ক্যান্সারের ওষুধে পুরো শুল্ক প্রত্যাহার ।এর ফলে এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যয় আরও কমবে ন তৎসঙ্গে পরমাণু শক্তি উৎপাদনে বিশেষ উদ্যোগ ও বাড়ি বাড়ি পরমাণু শক্তি পৌঁছনো লক্ষ্যমাত্র এক সময়োপযোগী প্রয়াস ন মাখনা চাষে গতি আনতে বিশেষ বোর্ড গঠন হলে এর সাথে যুক্ত বড় মাত্রায় পরিবার গুলি আর্থিক ভাবে লাভবান হবে ।এদিন তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের বিকাশে মাইক্রো ক্রেডিট কার্ডে ঋণের সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্মলস্কেলে রফতানি বাড়ানোর টার্গেট, অসমে নতুন সার কারখানার সহ পূর্বাঞ্চলে আরও ৩ কেন্দ্রের ঘোষণা এই শিল্প পরিধির বিকাশে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ন স্টার্টআপ তহবিলে আরও অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুযোগের ফলে যুব উদ্যোগীদের সুযোগ বাড়বে ন পাশাপাশি বড় মাত্রায় চর্ম শিল্পীদের আর্থিক উপার্জনের লক্ষ্যে এবং চর্মজাত সামগ্রির উৎপাদন বাড়ানোর দ্বারা এই শিল্পের বিকাশে চর্মশিল্পে ২২ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের টার্গেট এই দারুন পদক্ষেপ ।কিষান ক্রেডিট কার্ডে ঋণের সীমা তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লাখ, ১০০ টি জেলায় ধনধান্য যোজনার আওতায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ কৃষকদের সহায়তার উদ্যোগ, ৬ বছরে ডাল চাষে আত্মনির্ভরতার টার্গেট, ভোজ্য তেলেও স্বাবলম্বনের লক্ষ্যমাত্রা, তুলো উৎপাদনেও জোর সহ নানান পদক্ষেপের ফলে অন্নদাতাদের মুখে হাসি ফোটবে ।দারিদ্র শূন্য বিকশিত ভারত সংকল্পে আর্থিক বৃদ্ধিতে বিশ্বে অন্যতম স্থানে ভারত ন এক বছরে মেডিক্যাল কলেজে ১০ হাজার আসন বৃদ্ধি এবং আগামী ৫ বছরে মেডিক্যালে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধি সহ অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালে ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার চালুর লক্ষ্যমাত্র চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরনে সহায়তা করবে ন বাজেটে জজন্তু রপরিকাঠামোয় বাড়তি বিনিয়োগ, জজন্তু র সম্প্রসারণে জোর দেওয়ার ফলে ছাত্র ছাত্রীরা এর সুফল পাবে ।মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ ইকোনমিক জোন, তুলো উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য, ক্ষুদ্র শিল্পে রপ্তানি বাড়ানোই লক্ষ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সহজ ও অধিক ঋনের সুবিধার ফলে এসব ক্ষেত্রে যুক্ত দেশের বড় মাত্রায় মানুষ অপকৃত হবে ।বিশ্বের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল আমাদের অর্থনীতি। গত ১০ বছরে আমাদের উন্নয়নের ট্র্যাক রেকর্ড এবং কাঠামোগত সংস্কার বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের সামর্থ্য এবং সম্ভাবনার প্রতি আস্থা এই সময়ের মধ্যে অনেকটা বেড়েছেন দেশের সমস্ত অঞ্চলের বৃদ্ধির প্রকৃত রূপরেখা এই বাজেট। দেশে নতুন ১২০টি বিমানবন্দর তৈরি হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও স্বাচ্ছন্দ আসবে, ৩৫ টি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি উৎপাদনের উপর শুল্ক অপসারণ, ঘরে ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যাটারি চালিত যানের খরচ কমবে ন বিকশিত ভারতের সংকল্পে সমস্ত দেশবাসীর কাছে সুফল পৌঁছে দিতে জনমুখী এই বাজেটের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারম সহ টিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

াঙ্গন

সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক টিকেট টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবারও আয়োজন করা হয় সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে মোট ১৫টি দল। দলগুলোকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, নিউ প্লে সেন্টার, বিদ্যাসাগর, জিবি প্লে সেন্টার। বি গ্রুপে মৌচাক, চম্পামুড়া, এডি নগর, ইউনাইটেড বিএসটি, আগরতলা সিসি। সি গ্রুপে তরুণ সংঘ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কর্নেল সিসি, ক্রিকেট অনুরাগী ও প্রগতি প্লে সেন্টার। খেলা হবে নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠ, বামুটিয়া তালতলা, আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী তিনটি গ্রুপে প্রথম দুটি দল অংশ নেবে সুপার সিক্সে। সুপার সিক্স শুরু হবে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি। সুপার সিক্স থেকে সেরা চারটি দল সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ৫ ফেব্রুয়ারি ব্লাড মাউথ বনাম জিবি (পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ড) এবং তরুণ সংঘ বনাম প্রগতি (তালতলা)। ৬ ফেব্রুয়ারি মৌচাক বনাম আগরতলা (পিটিজি) এবং এগিয়ে চলো বনাম নিউ প্লে সেন্টার (তালতলা)। ৭ ফেব্রুয়ারি চাম্পামুড়া বনাম এডি নগর (তালতলা), ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম কর্নেল (এমবিবি) ও ব্লাড বনাম বিদ্যাসাগর (পিটিজি)। ৮ই ফেব্রুয়ারি মৌচাক বনাম ইউনাইটেড (এমবিবি)।৯ ফেব্রুয়ারি তরুণ সংঘ বনাম অনুরাগী(পি টি জি) এবং নিউ প্লে সেন্টার বনাম জিবি (তালতলা)। ১০ ফেব্রুয়ারি এডি নগর বনাম আগরতলা (এমবিবি), কর্নেল বনাম প্রগতি (পিটিজি) ও এগিয়ে চলো বনাম বিদ্যাসাগর (তালতলা)। ১১ ফেব্রুয়ারি চাম্পামুরা বনাম ইউনাইটেড (পিটিজি) এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম অনুরাগী (তালতলা) ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্লাড মাউথ বনাম নিউ প্লে সেন্টার (তালতলা), মৌচাক বনাম এডি নগর (এমবিবি), তরুণ সংঘ বনাম কর্নেল (পিটিজি)। ১৪ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে চলো বনাম জিবি (পিটিজি), চাম্পামুরা বনাম আগরতলা (তালতলা)।১৫ ফেব্রুয়ারি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বনাম প্রগতি (তালতলা) এবং নিউ প্লে সেন্টার বনাম বিদ্যাসাগর (পিটিজি)।১৭ ফেব্রুয়ারি এডি নগর বনাম ইউনাইটেড (পিটিজি),কর্নেল বনাম অনুরাগ(তালতলা), ব্লাড মাউথ বনাম এগিয়ে চলো (এমবিবি)। ১৮ ফেব্রুয়ারি মৌচাক বনাম চাম্পামুরা (তালতলা),তরুণ সংঘ বনাম ইউনাইটেড (পিটিজি)।১৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর বনাম জিবি (পিটিজি)এবং ইউনাইটেড বনাম আগরতলা (তালতলা)।২০ ফেব্রুয়ারি অনুরাগী বনাম প্রগতি (পিটিজি)।

খেলো ধর্মনগরের ক্রিকেটে সেরার শিরোপা রাইজিং এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ধর্মনগর পৌর পরিষদের উদ্যোগে দেড় মাস ধরে চলে আসা খেলো ধর্মনগরের দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হলো শনিবার ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে। আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে এদিন অংশ নেয় দুইটি শক্তিশালী দল রাইসিং সান ও সোনালী শিবির। ধর্মনগর বিবিআই স্কুলের ময়দানে সকালে টসে জিতে ফিল্ডিং-এর সিদ্ধান্ত নেয় সোনালী শিবির।ফলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় রাইজিং। ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামে রাইজিং সান ২০ ওভারে চয় উইকেটের বিনিময়ে ১৯৬ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে জয়ের জন্য ১৯৭ রানের টার্গেট নিয়ে সোনালী শিবির ব্যাট করতে নেমে ১৬ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান তুলতে সক্ষম হয়। ফলে সোনালী শিবিরের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে রাইজিং সান। ফাইনাল খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ এর শিরোপা অর্জন করে রাইজিং সানের অলরাউন্ডার ইকবাল হোসেন। ব্যাট হাতে নিয়ে ইকবাল ১০২ রান করে। শুধু তাই নয়, বল হাতে নিয়েও প্রতিপক্ষের দুটি উইকেট তুলে নিতে সক্ষম হয় সে। শনিবার সকালে ব্যাট হাতে নিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে ম্যাচের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন

রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শ্যামল নাথ, ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রানি সেন দাস ও ধর্মনগর পৌর পরিষদের কাউন্সিলর গন। এই খেলা দেখার জন্য ধর্মনগরের জনসাধারণ ধর্মনগর বিবিআই স্কুলের ময়দানে ভিড় জমান। গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্ববন্ধু সেন জানান, যে এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে খেলো ধর্মনগরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থরাশি মহকুমা প্রশাসনকে বিধায়ক জানিয়ে দিয়েছেন দেওয়ার জন্য। তাছাড়া আগামী দিনে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো শুরু হবে। তিনি আরো জানান যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখা এবং মাঠমুখী করার জন্য এই উদ্যোগ ধর্মনগর পৌর পরিষদের।

আন্ত হোষ্টেল ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের খেতাব বিলোনিয়া গার্লসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া গার্লস হোস্টেল ও সাবরুম গার্লস হোস্টেলের ছাত্রীদের ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ জেলা আন্ত হোস্টেল ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটে।শনিবার সকালে বিলোনিয়া বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের খেলায় বিলোনিয়া গার্লস হোস্টেল খেলার শুরুতে দুটি গোল দেয় সাব্রুম গার্লস হোষ্টেলকে।খেলার মাঝামাঝি সময়ে সাব্রুম গার্লস হোষ্টেলের ছাত্রীরা এক গোল দেয়।খেলার শেষে বিলোনীয়া গার্লস হোষ্টেলের ছাত্রীরা টুর্নামেন্টে জয়লাভ করে রাজ্যভিত্তিক খেলায় অংশ গ্রহনের করবে পাশাপাশি সাব্রুম গার্লস এদিনের খেলায় রানার্স হয়। খেলার শেষে চ্যাম্পিয়নের ট্রপি উপস্থিত অতিথিরা চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে তুলে দেয়।আন্ত হোষ্টেল ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত অতিথিরা ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সমাধিপতি দীপক দত্ত রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যরা।

ফর্মে ফেরা হল না, রঞ্জিতে কোহলির প্রত্যাবর্তন শেষ হল ১৫ বলে!

অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যর্থতার পর বাধ্য হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলতে নেমেছিলেন বিরাট কোহলি। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ইনিংস স্থায়ী হল মাত্র ১৫ বল। ৬ রানে বোল্ড হলেন কোহলি। ছিটকে গেল তাঁর অফ স্টাম্প। কোহলির ব্যাটিং দেখার জন্য দিল্লির মাঠে এসেছিলেন বিরাট সংখ্যক দর্শক। কিন্তু মাত্র ১৫ বলেই শেষ তাঁর ইনিংস। কোহলি আউট হতেই অনেকেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে দিল্লি বনাম রেলওয়েজের ম্যাচ। ভোর থেকে লাইন দিয়ে মাঠে ঢুকেছিলেন প্রচুর দর্শক। বিনামূল্যে কোহলিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা। সেই সুযোগ ছাড়তে চাননি কেউ। কোহলি রঞ্জি খেলায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। সকলের আগ্রহ ছিল এই ম্যাচ নিয়ে। প্রথম দিন ফিল্ডিং করে দিল্লি। ফলে কোহলির ব্যাটিং দেখা যায়নি। শুক্রবার সকালে যশ ঢুল আউট হতেই মাঠে নামেন তিনি। কিন্তু মাত্র ১৫ বলেই শেষ তাঁর রঞ্জি প্রত্যাবর্তনের ইনিংস।২৪তম ওভারের পঞ্চম বলে ঢুলকে এলবিডব্লিউ করেন রাহুল শর্মা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার মাঠ জুড়ে। কারণ কোহলি নামবেন। ঢুল হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মানতেই পারছিলেন না তাঁকে আউট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে কারও ভাবার আগ্রহ ছিল না। কারণ কোহলি গ্লাভস পরছেন। ঢুল প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে মাঠ ছেড়ে বার হচ্ছেন।

কিন্তু সে দিকে কারও নজর নেই। কারণ কোহলি নেমে পড়েছেন। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তখন 'কোহলি, কোহলি' চিৎকার। প্রথম চার বলে কোনও রান পাননি কোহলি। পঞ্চম বলটি ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে। সেই বল পয়েন্টের দিকে ঠেলে দিয়ে একটি রান নেন কোহলি। সঙ্গে সঙ্গে আবার চিৎকার। মনে হল কোহলি বোধ হয় ৫০ করে ফেলেছেন। কুণাল যাদবের বলে একটু সমস্যায় পড়েন তিনি। অফ স্টাম্পের বাইরে বল করছিলেন তিনি। কোহলিকে বিট করেন। ব্যাট চালালেও বলের নাগাল পাননি তিনি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল অফ স্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার খুব ইচ্ছা নেই কোহলির। রঞ্জি খেলতে নামলেও ভুল শুধরাতে খুব একটা আগ্রহ নেই তাঁর। উইকেটটিও দিলেন নিজের ভুলেই।

হিমাংশু সাংওয়ানের বলে বোল্ড হন কোহলি। আউট হওয়ার আগের বলটিতে চার মেরেছিলেন তিনি।

ফুল লেংথ বল ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে। কোহলি একটু এগিয়ে এসে স্ট্রেট ড্রাইভ মারেন। ওই রকম শক্তিশালী স্ট্রেট ড্রাইভ তাঁকে অনেক দিন মারতে দেখা যায়নি। কিন্তু পরের বলেই শেষ ইনিংস। প্রায় একই রকমের বল করেছিলেন হিমাংশু। এ বারের বলটি স্টাম্পে ছিল। কোহলি গিয়েছিলেন ড্রাইভ করতে। কিন্তু ভুল করলেন আগের বলের মতো এগিয়ে না এসে। জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলতে গিয়ে কোহলির ব্যাট এবং পায়ের মাঝে ফাঁক তৈরি হয়। সেখান দিয়েই বল ঢুকে ছিটকে দেয় অফ স্টাম্প। ঘুরতে ঘুরতে অফ স্টাম্পটা গিয়ে পড়ে কিছুটা দূরে, যা কোহলির মতো ব্যাটারের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়। আর ফর্মে না থাকা কোহলির জন্য তো আরওই নয়।কোহলি আউট হতেই দর্শকাসন ফাঁকা হতে শুরু করে।

জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে পুরনো ক্লাবে ফেরার ঘোষণা নেইমারের

জল্পনায় সিলমোহর। নিজের পুরনো ক্লাব স্যান্টোসেই ফিরছেন ব্রাজিলিয় মহাতারকা নেইমার। সোশাল মিডিয়ায় নিজেই ছোটবেলার ক্লাবে ফেরার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। সোশাল মিডিয়া পোস্টে নেইমার জানালেন, "আমার ঘনিষ্ঠরা সিদ্ধান্তটা জানে। আমি স্যান্টোস ফুটবল ক্লাবে সই করতে চলেছি। ক্লাব ও সমর্থকদের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনও বদলায়নি।"

২০০৯ থেকে ২০১৩ সালে পর্যন্ত ব্রাজিলের ক্লাব স্যান্টোসে খেলেছেন তিনি। ২২৫ ম্যাচে রয়েছে ১৩৬ গোল। তারপর চলে আসেন বার্সেলোনায়। সেখান থেকে প্যারিস সাঁ জাঁ হয়ে চলে যান সৌদির ক্লাব আল হিলালে। কিন্তু স্যান্টোসে যে সাফল্য তিনি পেয়েছিলেন, সেটা আর কোথাও পাননি। বার্সেলোনায় থাকাকালীন বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা পেলেও তাঁকে বরাবর থাকতে হয়েছে মেসির ছায়ায়। পিএসজিতেও সেই একই পরিস্থিতি। আল-হিলালে এসে হয়তো নিজের স্বকীয়তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু সেটাও হয়নি।

২০২৩-এ পিএসজি থেকে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকায় আল হিলালে আসেন ব্রাজিলীয় তারকা। কিন্তু আল হিলালে গত দুই মরশুমের অধিকাংশ সময় চোটের কবলেই কেটে গিয়েছে। পুরনো চোট সারিয়ে ফিরে আসার পরই ফের চোট।

জি বি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় এডি নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।।সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এবার জি বি প্লে সেন্টারকে সহজেই ধরাশায়ী করল এ ডি নগর প্লে সেন্টার। নীপকো মাঠে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত পূর্বনির্ধারিত শনিবারের ম্যাচে এডি নগর ১৩৮ রানে পরাজিত করে জিবিকে।এদিন সকালে এডি নগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৪৫ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ২৭৭ রান। ইনিংসে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করে মিডেল অর্ডার ব্যাটসম্যান তুহিন দেবনাথ। জিবি দলের বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নেয় ঋদ্ধিমান দাস, দেবাংশু পাল ও রুদ্র দাস। জবাবে জয়ের জন্য ২৭৮ রানের টার্গেট নিয়ে জিবি ব্যাট করতে নেমে ১৩৯ রানে লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। ইনিংসে জিবির শেষ দিকের ব্যাটসম্যান অজয় মন্ডলের অপরাজিত ৩৯ রানের সাহায্যেই এই রান তুলে।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে ময়ূখ চৌধুরী তিনটি ও তুহিন দেবনাথ দুটি করে উইকেট নেয়।

শতদলকে হারিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টারের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে প্রগতি প্লে সেন্টারও। টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে। আজ শনিবার শতদল সংঘকে আট উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ বি-এর। সকালে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পুরোপুরি ব্যাটিং ফ্লপের কারণে ৩৫.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ১২.১ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী প্রগতি প্লে সেন্টারের পক্ষে দ্বীপজ্যোতি বনিক ২৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৭ রান সংগ্রহ করার পাশাপাশি বোলিংয়ে ১০ রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করে, প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, যশ দেববর্মার ১২ রান যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বোলিংয়ে রাহুল মিয়া ও রাজদীপ দেব দুজনে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। শত দল সংঘের তনয় দেবনাথ ১২ রান পেয়েছিল।

দশমীঘাটকে সহজে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীরদর্পে এগোচ্ছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে এ- গ্রুপের খেলায় আজ শনিবার টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে। ২৬১ রানের ব্যবধানে দশমী ঘাট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে। সকাল সাড়ে আটটায় নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলতে পারেনি। তবে ৪৭.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৩১০ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দশমীঘাট কোচিং সেন্টারের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৪৯ রানে, ২২.৪ ওভার খেলে। বোলার আকাশ দেবনাথ ১৫ রানে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে আজও প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। ব্যাটিংয়ে সন্দীপন দাসের ৫৯ রান, অয়ন দেবনাথের

নাইডু ট্রফি : এমবিবি স্টেডিয়ামে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফির ত্রিপুরা উত্তরাখণ্ড ম্যাচের প্রথম দিন অনেকটাই রাজ্য দলের দখলে। দিনের শেষ পর্যায়ে পরবর্তী দুটি উইকেটের পতন না ঘাটলে রাজ্য দলকে চালকের আসনেই বসানো যেতো। টেল এন্ডার ব্যাটার্সরা যদি আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় একটু দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালাতে পারেন তবে হয়তো ম্যাচটার ফলাফল ত্রিপুরার পক্ষেই থাকবে। শনিবার থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকাল পৌনে ৯ টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সফরকারি উত্তরাখণ্ড প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ত্রিপুরা দল ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৭৭ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৬০ রান, দ্বীপজয় দেবের ৪৩ রান, দুর্লভ রায়ের ১৯ রান, আনন্দ ভৌমিকের ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। উইকেট রক্ষক সেন্টু সরকার অর্ধশত রান করে উইকেটে রয়েছেন। নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় অধিনায়ক সন্দীপ সরকার রয়েছেন ব্যক্তিগত ১৩ রানে। মাঝে নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার অমিত আলী ১৯ রানে কট আউট হয়ে পেভেলিয়নে ফিরেছেন। ঋতুরাজ ৭৯ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি সহযোগে ৬০ রান পায়। সেন্টু ৭৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সহযোগে ৫০ রানে অপরাজিত রয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের রোহি, আরাব মহাজন, আসেমাল প্রত্যেকে দুটি করে এবং সত্যম বালিয়ান একটি উইকেট পেয়েছেন।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট আসরে জুয়েলসে ধরাশায়ী তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার জিরানিয়াতে মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘ ও জুয়েলস কোচিং সেন্টার। দুই দলের এই ম্যাচে জুয়েলস ৫ উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ তরুণ সংঘকে। উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে তরুণ সংঘ প্রতিটিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে তুলে ২১৯ রান।

প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যান শিবরাজ ঘোষ(৪৪), শুভ্রজিৎ সাহা (৬০) ও সায়ন্তন রায়ের (৩০) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে তরুণ। জুয়েলসের বোলারদের মধ্যে রাজদীপ দেব পাঁচটি ও অভ্রয় কান্তি মোদক তিনটি করে উইকেট নেয়।

জুয়েলস ২২০ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে অর্কজিত চক্রবর্তীর অপরাজিত ৭৫ রানের সাহায্যে মাত্র পাঁচ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় রান। অর্কজিত ছাড়াও অভয় দে সিংয়ের অপরাজিত ৩৭ রান ছিল উল্লেখযোগ্য।পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি উইকেট নেয় অংশুমান দাস

৭০০ জয়েও প্রথম রোনালদো

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মানেই যেন এখন নতুন কোনো রেকর্ড। রোনালদো গোল করলে রেকর্ড, জিতলে রেকর্ড, এমনকি কখনো কখনো শুধু খেললেও হয়ে যায় রেকর্ড। গতকাল রাতে যেমন ম্যাচ জিতে নতুন আরেকটি রেকর্ড গড়লেন রোনালদো।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে আল—রায়েদের বিপক্ষে ২—১ গোলে জিতেছে রোনালদোর আল নাসর। জয়ের পথে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আসে পর্তুগিজ মহাতারকার কাছ থেকে।

এটি আল নাসরের হয়ে ৯৪ ম্যাচে রোনালদোর ৮৫তম গোল, আর সব মিলিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের ৯২১তম গোল। তবে গোল করে নয়, রোনালদো রেকর্ড গড়েছেন ম্যাচ জিতে।সৌদি লিগে পাওয়া এ জয় রোনালদোর ক্লাব ক্যারিয়ারের ৭০০তম জয়। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাব ক্যারিয়ারে ৭০০ ম্যাচ জেতার অনন্য রেকর্ড গড়লেন আল নাসর তারকা।

স্পোর্তিং লিসবনের হয়ে যাত্রা শুরু করা রোনালদো নিজের আঁতুড়ঘরের হয়ে জিতেছিলেন ১৩ ম্যাচ।

এরপর স্যার আলেক্স ফার্গুসনের হাত ধরে রোনালদো চলে যান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। ক্লাবটির হয়ে দুই মেয়াদে রোনালদো জিতেছেন ২১৪ ম্যাচ। সর্বকালের সেরাদের তালিকায় জায়গা করে নেওয়া রোনালদো সবচেয়ে সফল সময় পার করেন রিয়াল মাদ্রিদে।

লা লিগার ক্লাবটির হয়ে দারুণ সব অর্জনের পথে রোনালদো জিতেছেন ৩১৬ ম্যাচ। ২০১৮ সালে রোনালদো রিয়াল ছেড়ে যোগ দেন ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসে। সেখানে তার জয় ছিল ৯১ ম্যাচে।

আর বর্তমানে আল নাসরের হয়ে রোনালদোর জয় ৬৬ ম্যাচে। সব মিলিয়ে রোনালদো জিতলেন ৭০০ ক্লাব ম্যাচ। এখন পর্যন্ত আর কোনো ফুটবলারই ক্লাবের হয়ে ৭০০ ম্যাচ জেতার মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেনি।

কোচের বিরুদ্ধে সাবিনাদের বিদ্রোহ

'ব্যাপারটা আমাদের আত্মসম্মানের'...এটুকু বলেই মাথা নিচু করে ফেললেন সাবিনা খাতুন। আর মাথা তুলছিলেন না। মিনিটখানেক পর মাথা তুললে দেখা যায় তাঁর চোখে পানি। কথা আর বাড়ালেন না। পিছিয়ে গিয়ে সামনে জায়গা করে দিলেন আরেকজনকে।দৃশ্যটা গতকাল সন্ধ্যার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ভবন চত্বরের। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনার সঙ্গে তখন তাঁর সতীর্থ ফুটবলাররা। সামনে সাংবাদিকদের ভিড়, বুম আর ক্যামেরা। ঠিক তিন মাস আগে, ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবরও বাফুফে ভবনে সাংবাদিকে ঠাসা পরিবেশে সতীর্থ খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সাবিনা। সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন হাসিমুখে, টানা দ্বিতীয়বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি নিয়ে। এবার হাসিমুখে নয়, অমর্যাদা আর অপমানের যন্ত্রণা নিয়ে, চোখে—মুখে হতাশা আর কান্না নিয়ে।

সাবিনা—মনিকা—মাসুরা—ঋতুপর্ণাদের এমন কান্নার একটাই উৎসপিটার বাটলার। এই ব্রিটিশ কোচের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। মানসিক হয়রানি, উৎপীড়ন, গালাগালি, মানুষ হিসেবে অমর্যাদা করা, বডি শেমিং, দুর্ব্যবহার, ধারাবাহিক বৈষম্য, অন্যায় আচরণ...ক্যামেরার সামনে মুখে আর তিন পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যে এমন অনেক বিষয়ই উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের প্রধান কোচ পিটার বাটলার (বাঁয়ে) ও অধিনায়ক সাবিনা খাতুনছবি: বাফুফে

সব মিলিয়ে সাবিনারা বলছেন, বাটলারের অধীনে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই হতাশাগ্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। এমন পরিস্থিতিতে বাটলারের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। এখন হয় বাটলার নারী দলের কোচ থাকবেন, নয়তো এই ফুটবলাররা দলে থাকবেনযেকোনো একটা। তাঁরা থাকলে বাটলারকে রাখা যাবে না, আর বাটলার থাকলে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ (আসলে অবসর) করবেন।

দেশের ফুটবলে এমন অপ্রত্যাশিত আর নজিরবিহীন ঘটনা এমন সময়ে ঘটল, যখন বাফুফে সভাপতি দেশের বাইরে। এ মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যে গেছেন তাবিথ। সেখানে থাকা অবস্থায়ই বাংলাদেশ নারী দলের কোচ হিসেবে বাটলারের সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করেছেন। তাবিথ যুক্তরাজ্যে থাকতে থাকতেই বাটলার ঢাকায় এসেছেন কাজ শুরু করতে, আর সেটি করতে গিয়েই এই ব্রিটিশ কোচ বিদ্রোহের মুখে।

দাপট অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের

গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দাপট অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের। ওপেনার উসমান খোয়াজা দ্বিশতরান করেন। শতরান করেন স্টিভ স্মিথ এবং জস ইংলিস। তাঁদের দাপটেই অস্ট্রেলিয়া ৬৫৪ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয়। দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা ৪৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে।

টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম বার দ্বিশতরান করলেন খোয়াজা। প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ব্যাট করেন তিনি। ৩৫২ বল খেলে ২৩২ রান করেন খোয়াজা। ১৬টি চার এবং একটি ছক্কাও মারেন তিনি। খোয়াজাকে সাহায্য করেন স্টিভ স্মিথ (১৪১) এবং ইংলিস (১০২)।

স্মিথ ১৫তম ব্যাটার হিসাবে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক পার করলেন। অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ব্যাটার হিসাবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। ২৫১টি বল খেলেন স্মিথ। খোয়াজার সঙ্গে তিনি ২৬৬ রানের জুটি গড়েন। এটাই তৃতীয় উইকেটে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের জুটি।

কোথায়, কবে, কখন হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান?

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। কিন্তু আদৌ সেটা সম্ভব হবে?

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, পিসিবি চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভি ১৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাইছেন। লাহোরে সেই অনুষ্ঠান আয়োজনের চেষ্টা চলছে। তার আগে সংস্কারের পর গদ্দাফি স্টেডিয়াম নতুন করে খোলার কথা ৭ ফেব্রুয়ারি। সেই দিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধান অতিথি হিসাবে। করাচিতে সংস্কারের পর স্টেডিয়াম সেই স্টেডিয়াম ১১ ফেব্রুয়ারি খোলার কথা। সেখানে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি থাকতে পারেন প্রধান অতিথি হিসাবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধিনায়কদের সাংবাদিক বৈঠকও হতে পারে। কিন্তু সেখানে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা থাকবেন কি না তা জানা যায়নি। লাহোরের হুজুরিবাগ কেল্লায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে পারে। সেখানে বিভিন্ন বোর্ড কর্তা, প্রাক্তন ক্রিকেটার, সরকারি আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম যদিও অন্য কথা বলছে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই হবে না। তবে সেটার কারণ ভারত অধিনায়কের অনুপস্থিতি নয়। জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া এবং

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের জন্য কেমোথেরাপির বিশেষ সুবিধা

আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই প্রথম ক্যান্সার রোগীদের কেমোথেরাপি প্রদানের জন্য পেরিফেরালি ইনসার্টেড সেন্ট্রাল ক্যাথেটার (PICC) স্থাপন করলেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের একই শিরার মধ্যে ক্রমান্বয়ে কেমোথেরাপি প্রদানের ফলে শিরাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই পেরিফেরালি ইনসার্টেড সেন্ট্রাল ক্যাথেটার (PICC) এর ফলে রোগীরা এখন সহজেই কেমোথেরাপি নিতে পারবে। গত ২৭ জানুয়ারি বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে এক ক্যান্সার রোগীর কেমোথেরাপি প্রদানের জন্য পেরিফেরালি ইনসার্টেড সেন্ট্রাল ক্যাথেটার (PICC) স্থাপন করেন। তাতে রোগীদের স্যালাইন থেকে শুরু করে কেমোথেরাপি সবই দেওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়াটি করার জন্য ক্যান্সার রোগীদের আগে বহির্রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালে যেতে হত এবং যা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। রোগীদের কম করেও এরজন্য এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হত। কিন্তু রাজ্যেই এখন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীরা অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে উক্ত সুবিধা পাবেন। এজন্য রোগীদের ন্যূনতম ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে। তবে এই মূল্যটিও আরো কিভাবে কমানো যায় সেই প্রয়াস জারি রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়ায় ছিলেন বিশেষজ্ঞ অঙ্কো অ্যানেস্থেসিয়া চিকিৎসক ডাঃ মৃণাল দেববর্মা ও এনেসথিওলজিস্ট ডাঃ দেবাশিস দেব রায়। এছাড়াও ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন প্রাঞ্জল আচার্য ও অম্লান দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য, এই ধরনের প্রক্রিয়া রাজ্যে এই প্রথম করা হয়েছে। এর ফলে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের উপকৃত হবে। ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি : আজ আগরতলার বাইপাস সড়কে দুই গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুজন। দমকল বাহিনী আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাটির তদন্তে নেমেছে।
বাইপাস সড়কে দুই গাড়ির সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করতে স্থানীয়রা দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল বাহিনী এসে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছে, একটি গাড়িতে এক যুবক ও যুবতি ছিল। দুজনেই এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। এদিকে দমকল বাহিনী গোলবাজার আউটপোস্টে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশও ঘটনাস্থলে গিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করে আসেন। পুলিশ জানায়, একটি মালবাহী বলেরো ও টিয়াগো গাড়ির সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাটির তদন্তে নেমেছে।

বিকশিত ভারতের সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তাঁর মতে, এই বাজেট বিকশিত ভারতের জন্য। বাজেট সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়ায় জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, 'এই বাজেট বিকশিত ভারত ও একটি নতুন এবং উদ্যমী ভারতের স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প। প্রতিটি ক্ষেত্রের যথাযথ অধ্যয়নের পরে একটি নতুন মানচিত্র আঁকা হয়েছে। এটি একটি যৌগিক বাজেট যা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভারতকে শুধু আত্মনির্ভরই নয়, বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

হাতাশা জনক কর্ণাটক মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে 'বইখাতা'-র পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।
এদিন বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি বলেন, এটি একটি হতাশাজনক, দৃষ্টিভঙ্গিহীন বাজেট। এই বাজেট কর্ণাটকের দাবি পূরণ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যে সমস্ত প্রকল্পের জন্য অনুরোধ করেছিলাম, তার কোনও কিছু এই বাজেটে ঘোষণা করেনি। দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেটটি হয়তো ভাল হতে পারে, কিন্তু কর্ণাটকের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত হতাশাজনক।

জোড়া খুনে চাঞ্চল্য বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: পারিবারিক অশান্তির জেরে বিশালগড়ে জোড়া খুন হয়েছে। দুই ছেলের সামনে তার বাবা ও মাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দুই ছেলেও। ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গোটা বিশালগড়ে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড় থানাধীন দীনদয়াল চৌমুহনি এলাকায় বিপুল দাসের সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয় তার ভাতিজা অজান্ত দাসের। দু"জনের মধ্যে মারপিট হয়। বিপুল দাসকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন তার দুই ছেলে এবং স্ত্রী। তাদের দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত করে অজান্ত দাস ওরফে অচিন্ত্য ও তার বাবা বিষ্ণু দাস এবং ওনার স্ত্রী। পরবর্তী সময় রক্তাক্ত অবস্থায় বিপুল দাস ,শ্যামল দাস সহ তাদের দুই ছেলেকে দমকলকর্মীরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রিয়াল মজুমদার বিপুল দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিপুলের স্ত্রী শিমু দাসকে জিবিপি হাসপাতালে আনা হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আশঙ্কাজনক দুই ছেলের চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে। এদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অভিযুক্ত অজান্ত দাসকে গ্রেফতার করে। পরবর্তী সময়ে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়ি এবং গাড়ি ভাঙচুর করে। বর্তমানে বাকি অভিযুক্তরা বিষ্ণু দাস সহ তার স্ত্রী পলাতক। শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে জেলা পুলিশ সুপার ভিজে রেড্ডি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। গোটা ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি ।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধে সামিল গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৈলাসহর মহকুমার ইরানি থানা সংলগ্ন রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয়রা। অবরোধের ফলে ব্যাহত স্বাভাবিক যান চলাচল, দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের।
ঘটনার বিবরণে জানা, কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর ব্লকের অধীন বাবুরবাজার থেকে ইরানি বাজার যাওয়ার রাস্তাটির দীর্ঘদিন ধরে চলাচল অনুপযুক্ত হয়ে রয়েছে। সামনেই বর্ষা শুরু হবে, এখন পর্য্যন্ত এই রাস্তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছেনা। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে বিষয়টি বার বার নেওয়ার পরও কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। শনিবার দুপুরে এক প্রকার বাধ্য হয়ে ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন।
এদিকে, দীর্ঘ ৩ঘন্টা অবরোধের পর দপ্তরর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অলক রায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। আগামী তিন দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা। অবরোধকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যদি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হয়, তবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন তারা।

দু'দিনব্যাপী নর্থ-ইস্ট জাপান ক্যারাভানের উদ্বোধন

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। নর্থ-ইস্ট জাপান ক্যারাভান ২০২৪-২৫ আজ থেকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শুরু হয়েছে। ভারতস্থিত জাপান দূতাবাস, জাপান ফাউণ্ডেশন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারেল রিলেশনসের (আইসিসিআর) উত্তর পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী এবং জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যগত এবং খাদ্যাভাসগত অনেক মিল রয়েছে। এই ধরনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দু'দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃবোধ গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভারতস্থিত জাপান দূতাবাসের প্রথম সচিব তাকাসি কোবায়াসি এবং নতুনদিল্লিস্থিত জাপান ফাউণ্ডেশনের অধিকর্তা কোজি সাতো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিসিআর-এর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিকর্তা মুনিশ সিং। উল্লেখ্য, দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে রাজ্যের শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি জাপান থেকে আগত সাংস্কৃতিক দল তাদের পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। তাছাড়াও আজ দুটি অ্যানিমেশন ফিল্মও প্রদর্শিত হয়। দু'দিনব্যাপী নর্থ-ইস্ট জাপান ক্যারাভান আগামীকাল সমাপ্ত হবে।
দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কসপ্লে প্রদর্শন ও কর্মশালা, জডো ও ক্যারাটে প্রদর্শন সহ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে জাপানের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র, জাপানিজ ক্যালিগ্রাফি, বাঁশজাতীয় সামগ্রী এবং ওরিগামি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে রাজ্যের যুবক যুবতীদের আরও বেশি পরিমাণে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

কাঠালিয়া সিপিআইএম দলের উদ্যোগে যাত্রাপুর থানায় গণ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: কাঠালিয়া সিপিআইএম দলের উদ্যোগে যাত্রাপুর থানায় প্রতিনিধিমূলক গণ ডেপুটেশন সংগঠিত করে। বিগত সাত বছরে এমন কর্মসূচি নেওয়া হয়নি থানার বিরুদ্ধে।
বিকেল চারটার পর সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল অফিস প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিলটি কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা পরিক্রমা করে যাত্রাপুর থানার সামনে এসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। যদিও নিরাপত্তা বাহিনী যথেষ্ট নজরদারি ছিল। রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।
দলীয়ভাবে তাদের দাবি হচ্ছে, প্রথমত মিথ্যা মামলা দিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যাত্রাপুর থানার দুইজন অফিসারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বাড়িতে ঢুকে হুমকি- ধমকি ও হামলা করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তৃতীয় দাবী হচ্ছে, শান্তি ঘোলা রক্ষায় এবং রাজনৈতিক মামলায় থানাকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। এই তিনটি বিষয়ের উপরেই তাদের মূলত আচকা এই জাতীয় কর্মসূচি। থানার সামনে বিক্ষোভ জমায়েত থেকে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল যাত্রাপুর থানায় গিয়ে লিখিত প্রতিনিধি তুলে দেন সাব-ইন্সপেক্টর অমরকিশোর দেববর্মার হাতে। তিনি জানিয়েছেন, যাত্রাপুর থানার ওসি নেই। যে কারণে এই মুহূর্তে তিনি কিছুই বলার মতন সুযোগ নেই। ওসি আসলেই সমস্ত কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবেন তিনি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, সিপিআইএমের কাঠালিয়ার অঞ্চল সম্পাদক কৌশিক চন্দ, সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য আব্দুল করিম, সিপিআইএম নিদয়ার অঞ্চল সম্পাদক বিল্ল আচার্য, প্রবীণ পার্টির সদস্য ননী পাল সহ পাঁচজন। ডেপুটেশন দিয়ে আসার পর সংবাদকর্মীকে কাছে দিয়ে তারা জানান, পুলিশ যদি নিরপেক্ষভাবে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে তাহলে আমরা এতে বলার কিছু নেই। যদি বিগত দিনের মত যাত্রাপুর থানার একাংশ পুলিশ অফিসার এজাতীয় ভূমিকা নিচে থাকে তাহলে আমরা আন্দোলন আরো তীব্র করব।

রেল পুলিশের জালে ২ টাউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: শুক্রবার মধ্যরাতে আগরতলা সরকারি রেল পুলিশের তৎপরতায় ২ জন টাউটকে বামুটিয়া এবং সিধাই থানা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।আগরতলা সরকারি রেল পুলিশ থানার ওসি তাপস দাস জানান, তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের সীমান্ত পারাপারে সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে।আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।তিনি আরো বলেন, এ বছরের জানুয়ারি মাসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসা ৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং সীমান্ত পারাপারে সাহায্যকারী ১৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে রেল পুলিশ। এই অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সুরমা হাইস্কুল মাঠে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সামাজিক কর্মসূচিতেও এগিয়ে এলো। সুরমা হাইস্কুল মাঠে ১০৫ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির ও জন সম্পর্ক অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার কমলপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ছোট সুরমা হাইস্কুল মাঠে ১০৫ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির ও জন সম্পর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সম্পা দাস, বিএসএফের ডিআইজি রাজীব ভাটরাজ, ব্যাটেলিয়নের চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জীব, ১০৫ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট হিমাংশু চৌধুরী, ব্যাটেলিয়ানের চিকিৎসক সেকেন্ড কমান্ডেন্ট মালেশ যাদব, ডেপুটি কমান্ডেন্ড দারা সিং প্রমুখ।
এদিন স্কুল মাঠে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ভলিবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়। ১০৫ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে দুজন একশো শতাংশ দিব্যাঙ্গকে চলাচল করার জন্য তিন চাকার সাইকেল এবং চার জন বেনিফিশিয়ারি মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। তাছাড়া, ছোট সুরমা সহ সীমান্ত গ্রাম গুলির ছেলে মেয়েদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। এবিষয়ে বিএসএফের চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জীব ও বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন।

বাজারে ভিড়, চূড়ান্ত প্রস্তুতি মূর্তি পাড়ায়

আজ ও কাল দুদিন বাগদেবীর আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা,১ ফেব্রুয়ারি: শনিবার সকাল থেকে বাগ দেবীর আরাধনা করতে বাজারে ঠাসা ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। ব্যাপক উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যে এবং ঘরে ঘরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পালিত হবে বিদ্যার দেবী বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনা। বাজারে চলে এসছে, ছোট বড় মাঝারি আকারের সরস্বতীর মূর্তি। চাহিদাও মোটামুটি ভালই রয়েছে বলে জানা যায় বিক্রেতারা।
পঞ্জিকার তিথি অনুযায়ী আগামীকাল এবং সোমবার দু'দিনেই সরস্বতী পুজো। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে সর্বত্র প্রস্তুতি তুঙ্গে, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। স্কুল কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন বাড়ি ঘরেও সরস্বতী পূজার প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষের পথে। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা নিয়ে বাজারে হাজির। মূর্তি পাড়ায় মূর্তি আনতে ছাত্র-ছাত্রীসহ অন্যান্যদের ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজারহাটে পূজার সামগ্রী কিনতে ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাধারণভাবে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর আরাধনা করা হয়।
অন্যদিকে উৎসব প্রিয় বাঙালীর শীতের শেষ উৎসব হচ্ছে এই সরস্বতী পূজা। সরস্বতীকে বলা হয় জ্ঞানের ও শিল্পীর দেবী। জ্ঞানের দেবীর কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বাস এই জায়গায় যে, উনার কৃপাতেই জীবনে বিদ্যার আগমন ঘটে।
বাগদেবীর আরাধনাকে আজ থেকেই শহরের বাজারগুলিতে ভিড় লক্ষ্য করা গেল। কাপড়ের দোকান, প্রতিমার জন্য কাগজের মালা, ফলের দোকান, মাটির ঘট, মাটির সরা ইত্যাদি কেনার বেশ ভিড় দেখা গেল বাজারে।
ধর্মনগর।। শুধু আর একদিন, তারপরই বিদ্যাদেবী সরস্বতী পুজো। সেই উপলক্ষে এখন ধর্মনগরের কুমোরটুলিতে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। প্রতিমাশিল্পীরা ব্যস্ত শেষ তুলির টান দিতে, আর তারই মাঝে বিদ্যালয়গুলি একে একে তাদের আরাধ্যা সরস্বতী মায়ের প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছে।
পূজাকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় সবাই মৃৎশিল্পের কারখানায় ব্যস্ত, প্রতিমা তৈরির কাজে মগ্ন মৃৎশিল্পীরা। তাঁরা জানান, এবছর বাজার বেশ ভালোই চলছে। প্রায় প্রতিটি কারখানায় ৫০ থেকে ৬০টি প্রতিমা তৈরি হয়ে গেছে, এবং সেগুলোর বেশিরভাগই ইতিমধ্যেই বাজারজাত হয়েছে।
আগে মূলত বিদ্যালয়গুলিতেই সরস্বতী পূজার প্রচলন দেখা যেত, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং শিল্পী গোষ্ঠীগুলিও এই পূজার আয়োজন করছে। ফলে প্রতিমার চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ধর্মনগরের কুমোরটুলি এখন উৎসবের আবহে মুখর। প্রতিমা গড়ার শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততার মধ্যেও শিল্পীদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের ছোঁয়া, কারণ এই পূজাই তো তাঁদের সারা বছরের পরিশ্রমের স্বীকৃতি এনে দেয়।

রাষ্ট্রকে পুর্ননির্মাণে সহায়ক ভূমিকা নেবে ঃ সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী: ২০২৫ সালের বাজেট গরীব, যুবক, অন্নদাতা এবং নারী শক্তিকে শক্তিশালী করার বাজেট। সমাজের সকল অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখে বাজেট করা হয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় জানালেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।
এদিন শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বিকশিত ভারত এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলছেন তা পরিস্ফুটিত হয়েছে বাজেটে। সমাজের সকল অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখে বাজেট করা হয়েছে।
এদিন তিনি আরও বলেন, এই বাজেট রাষ্ট্রকে পূর্ণনির্মাণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই বাজেট গরীব, যুবক, অন্নদাতা এবং নারী শক্তিকে শক্তিশালী করার বাজেট। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'র 'গ্লিটেরিয়া'

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। হিরের গহনার এক এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড - যা প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তকে হিরের ছটায় উজ্জ্বল করে তোলে। ১ ফেব্রুয়ারি, ডি কে এস স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সামনে আনলো "গ্লিটারিয়া - এভরি ডে ডায়মন্ডস ফর ইউ "। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল চোখ ধাঁধানো ফ্যাশন শো ও এক বিশেষ সন্ধ্যার।
"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স" হল এক ঐতিহ্যবাহী গয়না প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান যারা বছরের পর বছর ধরে সুন্দর, নতুনত্ব ও অভিনব ডিজাইনার, হ্যান্ডক্র্যাফেড সোনার ও হিরের এক্সক্লুসিভ গয়না তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। "গ্লিটারিয়া" হল সংস্থার এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডের হিরের গয়না যা একজন নারীর প্রতিদিনের কাজের বা অন্য সব মুহূর্তগুলো কে উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে রাখে।
এই হিরের গয়নার দাম যেমন সাধ্যের মধ্যে তেমনই প্রতিটি গয়না আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া থাকবে লাইফটাইম এক্সচেঞ্জ আর গ্যারান্টিযুক্ত বাই-ব্যাক পলিসি, এক্সচেঞ্জে ১০০ শতাংশ হিরের মূল্য ফেরত। সেইসঙ্গে আজীবন বিনামূল্যে পরিষ্কার ও গহনার সার্ভিসিং এর সুবিধাও থাকছে।
৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত "বিশেষ উদ্বোধনী অফার" যেমন থাকছে তার সঙ্গে রয়েছে এক গুচ্ছ আকর্ষণীয় ছাড়।
হিরের গয়নার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ মজুরিতে ছাড়।
সোনার গয়নার ক্ষেত্রে ১৫শতাংশ

মজুরিতে ছাড়।
প্রতিটি কেনাকাটার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার।
সেইসঙ্গে মেগা লাকি ড্রতে থাকছে একটি হিরের নেকলেস আর তিনটি হিরের নেকচেন। এদিন সন্ধ্যায় হিরের গয়না প্রদর্শনীর আগে সাতজন মডেল ফ্যাশন শোয়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার হিরের গয়না পরে র‍্যাম্প কাঁপান। ফ্যাশন শোয়ের তিনটি রাউন্ড ছিল। প্রতিটি রাউন্ড নারীদের কর্মজীবন, খেলাধুলা আর পার্টির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।
ফ্যাশন শোয়ের শেষ পর্য্যায় অপেক্ষা করছিল একটা চমক। মডেলদের সঙ্গে পা মিলিয়ে র‍্যাম্পে হেঁটে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ডিরেক্টর রূপক সাহা ও অর্পিতা সাহা "গ্লিটারিয়া" হিরের গয়নার নতুন কালেকশন সবার সামনে তুলে ধরেন। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী, সুজয় ভৌমিক ও সামাছা তাদের গানের সুরে ওই সন্ধ্যায় অন্য মাথা যোগ করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডিকেএসের সেক্রেটারি হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। তিনি অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ছিলেন ক্লাবের সদস্যরা ও দর্শকরা।
"প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশনের বার্ষিক প্রদর্শনী হিসেবে "গ্লিটারিয়া"র সূচনা হয়েছিল। এরপর যেভাবে এই উদ্যোগ সবার মনে জায়গা করে নেয় তার জন্য আমরাও গ্লিটেরিয়া কে 'এভরি ডে ডায়মন্ড জুয়েলারি " ব্র্যান্ড হিসাবে চালু করতে উৎসাহিত হই।" বলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা। তিনি আরো বলেন, " এর উদ্দেশ্য হল, সবার জন্য সাধ্যের মধ্যে এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের হিরের গয়নজ্জ তৈরি করা। সেই সঙ্গে প্রতিদিনের মুহূর্তগুলো যাতে হিরের গয়নার সঙ্গে উজ্জ্বল দ্যুতিতে ভরে যায় সেটা নিশ্চিত করা।"
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "এই বিশেষ লঞ্চ ইভেন্টের মাধ্যমে সবার কাছে পৌছানোর চেষ্টা করা। এই বিশেষ লঞ্চ অফার তাঁদের জন্য একটি আমন্ত্রণ যাতে তাঁরা স্টোরে এসে গয়নাগুলো দেখুন আর এই অফারের লাভ তুলুন।"এই বিশেষ লঞ্চ অফারটি কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা আর বারাসাত) ও ত্রিপুরার (আগরতলা, উদয়পুর আর ধর্মনগর) সব শোরুমে ৪ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas